Contents

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে
জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব

শরীফুল ইসলাম বিন জয়নাল আবেদীন
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব

শরীফুল ইসলাম বিন যয়নুল আবেদীন
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব

Contents

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে **জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব**
শরীফুল ইসলাম বিন যয়নুল আবেদীন

প্রকাশক
শরীফুল ইসলাম
গ্রাম: পিয়ারপুর, পোঃ ধুরইল
থানা- মোহনপুর, যেলা: রাজশাহী।

১ম প্রকাশ
রবীউল আওয়াল : ১৪৩৩ হিজরী
ফেব্রুয়ারী : ২০১২ খৃষ্টাব্দ
মাঘ : ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

২য় সংস্করণ
যিলহজ্জ : ১৪৩৪ হিজরী
অক্টোবর : ২০১৩ খৃষ্টাব্দ
কার্তিক : ১৪২০ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদ ডিজাইন
সুলতান, কালার গ্রাফিক্স, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

QURAN O SUNNAHOR ALOKE JAHANNAMER VOABOHO AZAB by **Shariful Islam bin Joynul Abedin**, Pablished by Shariful Islam, Piarpur, Mohonpur, Rajshahi, Bangladesh. 2nd Edition October 2013. Price : $5 (five) only.

Contents

সূচীপত্র

Contents

Contents

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ وَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ بَشِيْراً وَنَذِيْراً وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيْراً مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى–

আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। উদ্দেশ্য হল, মানুষ এক আল্লাহ্র দাসত্ব করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সার্বিক জীবন একমাত্র অহি-র বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করবে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানবজাতির জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে তার যাবতীয় বিধি-বিধান অহি মারফত জানিয়ে দিয়েছেন। পথ প্রদর্শক হিসাবে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আনুগত্যশীল বান্দাদের সম্মানিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন জান্নাত। আর অমান্যকারীদের লাঞ্ছিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন জাহান্নাম। মৃত্যুর পরেই মানুষের অবস্থান স্থল নির্ধারিত হবে। সৎকর্মশীল হলে জান্নাত এবং অসৎকর্মশীল হলে জাহান্নাম তাদের বাসস্থান হবে। জান্নাতের সুখ যেমন মানুষের কল্পনার বাইরে। জাহান্নামের শাস্তিও তেমনি মানুষের নিকট অকল্পনীয়। ইহলৌকিক জীবনে মানুষ যাতে আল্লাহ্র অনুগত হয় এবং পরলৌকিক জীবনে জাহান্নামের বিভিষিকাময় কঠিন আযাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হয়, তার জন্য ইসলামী শরী‘আত বিশেষ দু’টি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা করেছে।

(ক) জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব (খ) জান্নাতের অফুরন্ত নে‘আমত। জান্নাতের অফুরন্ত নে‘আমত ভোগ করতে যেমন সৎকর্মের প্রয়োজন তেমনি জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের ভয় বুকে রেখে অসৎকর্ম অবশ্যই বর্জনীয়। দুঃখের বিষয় হল, বর্তমান বিশ্বের মানুষ যুগের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের কথা ভুলে এহেন অপকর্ম নেই যাতে মানুষ হরহামেশা লিপ্ত হচ্ছে না। তাই মানুষকে পাপের স্রোত থেকে বাঁচিয়ে পুণ্যের স্রোতে ভাসানোর লক্ষ্যেই **‘কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব’** শিরোনামে আমার এই ক্ষুদ্র লিখনি। এর মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে জাহান্নামের শাস্তির স্বরূপ তুলে ধরা হল।

এ বইটি পাঠকদের সামান্যতম উপকারে আসলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করছি। বইটি প্রণয়নে যারা আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন এবং আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর এ ক্ষুদ্রকর্মের বিনিময়ে আমরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব হতে মুক্তিলাভ করে জান্নাত কামনা করছি। তিনি আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন-আমীন!

-লেখক

Contents

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিচার দিবস

আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ শেষে প্রত্যেক মানুষ তার বারযাখী জীবনে পদার্পন করবে। অতঃপর হয় সে জান্নাতের সুখ ভোগ করবে; আর না হয় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তারপর সংঘটিত হবে ক্বিয়ামত; যেদিন আসমান-যমীনের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র চেহারা ব্যতীত। সেদিন সকলকে বস্ত্রহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। পরিস্থিতি এতো কঠিন হবে যে, কেউ কারো দিকে তাকানোর সুযোগ পাবে না এবং শুরু হবে দুনিয়াবী জীবনের সকল কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ। নিম্নে এই বিচার দিবসের সরূপ তুলে ধরা হল।

হাশরের মাঠের বিবরণ

বিচার দিবসে আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে যে ময়দানে সমবেত করবেন এবং দুনিয়ায় অর্জিত সকল কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করবেন তা কি ধরনের হতে পারে সে সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لأَحَدٍ-

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে সাদা ধবধবে রুটির ন্যায় যমীনের উপর একত্রিত করা হবে। তার মাঝে কারো কোন পরিচয়ের পতাকা থাকবে না।[১]

হাশরের মাঠে জাহান্নামীদের যেভাবে সমবেত করা হবে

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দার দুনিয়াবী জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশের সেই বিভিষিকাময় কঠিন দিনে হাশরের ময়দানে সকলকে অন্ধ, মুক, বধির ও বস্ত্রহীন উলঙ্গ অবস্থায় সমবেত করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

১. বুখারী হা/৬৫২১, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৫১ পৃঃ; মুসলিম হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৫৫৩২।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى- قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا- قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى-

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। তিনি বলবেন, এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। অনুরূপভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে' *(সূরা ত্বহা ২০/১২৪-১২৬)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا-

'আমি ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা, অন্ধ, বোবা ও বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব' *(সূরা ইসরা ১৭/৯৭)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِيْ أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِيْ الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا-

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কাফিরদেরকে হাশরের মাঠে মুখের মাধ্যমে হাঁটিয়ে উপস্থিত করা হবে) তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মুখের ভরে কাফিরদেরকে কিভাবে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে? তিনি বললেন, দুনিয়াতে যে সত্তা দু'পায়ের উপর হাঁটান, তিনি কি ক্বিয়ামতের দিন মুখের ভরে হাঁটাতে পারবেন

না? তখন কাতাদাহ (রাঃ) বললেন, আমাদের প্রতিপালকের ইয্যতের কসম! অবশ্যই পারবেন।[২]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মানুষকে হাশরের মাঠে উঠানো হবে শূন্য পা, উলঙ্গ দেহ এবং খাৎনা বিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন তাহলে পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের দিকে তাকাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! এরকম ইচ্ছে করার চেয়ে তখনকার অবস্থা হবে অতীব সংকটময়। (কাজেই কি করে একে অপরের দিকে তাকাবে)।[৩]

হাশরের দিন সূর্যের অবস্থান ও মানুষের অবস্থা

পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। চৈত্র মাসে দিনের মধ্যভাগে এতো দূরে অবস্থিত সূর্যের নিচে মানুষের অবস্থান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ যেদিন সূর্য অবস্থান করবে মানুষের মাথার মাত্র এক মাইল উপরে তখন মানুষের অবস্থা কি হতে পারে তার কিছু চিত্র হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَاللهِ مَا أَدْرِيْ مَا يَعْنِى بِالْمِيْلِ أَمَسَافَةَ الأَرْضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِى تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ، قَالَ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِيْ الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى

২. *বুখারী হা/৬৫২৩, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৫২ পৃঃ; মুসলিম হা/২৮০৬; মিশকাত হা/৫৫৩৭।*

৩. *বুখারী হা/৬৫২৭, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৫৩ পৃঃ।*

كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا قَالَ وَأَشَارَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيْهِ-

মেক্বদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের এত নিকটে আনা হবে যে, মানুষ ও সূর্যের মধ্যে কেবল এক মাইলের ব্যবধান থাকবে। মুসলিম ইবনু আমর বলেন, 'মাইল' বলতে রাস্তার দূরত্ব, না যে কাঠির দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয় তাকে বুঝানো হয়েছে আমি জানি না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানুষ সেদিন নিজ নিজ আমল অনুপাতে ঘামে থাকবে। তাদের মধ্যে কারো ঘাম হবে তার টাখনু পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো মুখ পর্যন্ত পৌঁছবে।[৪]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِيْ الأَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মানুষ ক্বিয়ামতের দিন এমনভাবে ঘামবে যে, তাদের ঘাম মাটিতে সত্তর গজ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং তাদের ঘাম তাদের কান বরাবর পৌঁছে গিয়ে লাগাম পরিয়ে দিবে।[৫]

হাশরের মাঠে আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না

হাশরের মাঠে যখন মানুষের মাথার অতি সন্নিকটে সূর্য অবস্থান করবে, তখন আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। আর সে ছায়ায় আল্লাহ্র নির্ধারিত বান্দারাই কেবল স্থান পাবে।

৪. মুসলিম হা/২৮৬৪; মিশকাত হা/৫৫৪০।
৫. বুখারী হা/৬৫৩২; মুসলিম হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৫৫৩৯।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِيْ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّيْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, আমার আনুগত্যের জন্য আপসে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীরা আজ কোথায়? তাদেরকে আজ আমি নিজ ছায়া প্রদান করব যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।[৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যেদিন আল্লাহ্‌র ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে নিজ ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়-নিষ্ঠাবান নেতা (২) আল্লাহ্‌র ইবাদতে গড়ে উঠা যুবক (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সব সময় মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে (তার মন সর্বদা মসজিদে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে) (৪) এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিচিত্তে একে অপরকে ভালবাসে, তার উপরেই একত্রিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হয় (৫) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী, মর্যাদাবতী সম্ভ্রান্তা নারী (ব্যভিচার) এর জন্য আহবান করলে সে বলে, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি (৬) যে ব্যক্তি এমনভাবে গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা

৬. মুসলিম হা/২৫৬৬; মিশকাত হা/৫০০৬, 'সালাম' অনুচ্ছেদ।

দান করে তার বাম হাত তা জানতে পারে না (গোপনে দান করে) এবং (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হয়।[৭]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো কষ্টকে লাঘব করবে (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণকে হালকা করবে অথবা মিটিয়ে দিবে) আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।[৮]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ كُلُّ امْرِئٍ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ-

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, (ক্বিয়ামতের দিন) মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ ছাদাক্বা (দানের) ছায়াতলে অবস্থান করবে।[৯]

সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে

হাশরের ময়দানে যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার হিসাব গ্রহণ করবেন সেদিন জাহান্নামকে উস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا- وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا- وَجِيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى- يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ-

---

৭. বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
৮. মুসলিম হা/৩০০৬; তিরমিযী হা/১৩০৬; মিশকাত হা/২৯০৩।
৯. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৩৭১; সিলসিলা ছহীহা হা/৩৪৮৪।

ইহা সংগত নয়, পৃথিবীকে যখন চূর্ণ–বিচূর্ণ করা হবে এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশ্তাগণও উপস্থিত হবেন। আর সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, তখন এই উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে? সে বলবে, হায়! যদি আমি আমার এ জীবনের জন্যে অগ্রিম কিছু পাঠাতাম!' *(সূরা ফাজর ৮৯/২১-২৪)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। যার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে, প্রতিটি লাগামে সত্তর হাজার করে ফেরেশ্তা তাকে টানতে থাকবে'।[১০]

সেদিন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হিসাব গ্রহণ করবেন

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন ভাল ও মন্দ কর্মের প্রতিফল। নির্ধারণ করেছেন ভাল কর্মের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত ও মন্দ কর্মের প্রতিদান স্বরূপ জাহান্নাম। অতঃপর সে দুনিয়াতে কি ধরণের কাজ সম্পাদন করেছে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন হিসাবের ব্যাবস্থা রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُعْرِضُوْنَ-

'মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে' *(সূরা আম্বিয়া ২১/১)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ-

---

১০. মুসলিম হা/২৮৪২; মিশকাত হা/৫৬৬৬।

‘নিশ্চয়ই আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমরই দায়িত্বে’ *(সূরা গাশিয়া ৮৮/২৫-২৬)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ- فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ-

‘সুতরাং আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের নিকট রাসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং অবশ্যই আমি প্রেরিতদেরকে (রাসূলগণকে) জিজ্ঞেস করব। অতঃপর অবশ্যই আমি স্বজ্ঞানে তাদের নিকট অবস্থা বর্ণনা করব। বস্তুতঃ আমি অনুপস্থিত ছিলাম না’ *(সূরা আ‘রাফ ৭/৬-৭)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ- وَتَذَرُوْنَ الْآخِرَةَ- وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ- إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ- وَوُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ- تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ-

কখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে হাস্য উজ্জ্বল। তারা তাদের প্রতিপালকের পানে তাকিয়ে থাকবে। আর সেদিন অনেক মুখমন্ডল হবে বিবর্ণ-বিষন্ন। তারা ধারণা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে’ *(সূরা ক্বিয়ামাহ ৭৫/২০-২৫)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْساً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ لَنَا أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُوْنَ عَلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ-

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসে ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রতে চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে বললেন, সাবধান! তোমাদেরকে তোমাদের

প্রতিপালকের সামনে (হিসাব দেওয়ার জন্য) পেশ করা হবে। অতঃপর তোমরা তাঁকে (আল্লাহ) প্রত্যক্ষ করবে যেমন এই চন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করছ।[১১]

সেদিন সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মাদীর হিসাব নেওয়া হবে

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ও তাঁর অনুসারীদেরকে ক্বিয়ামতের দিন সম্মানিত করবেন। যদিও তারা সর্বশেষ উম্মত তবুও আল্লাহ তাদেরকে সর্বপ্রথম একত্রিত করবেন, সর্বপ্রথম হিসাব গ্রহণ করবেন এবং সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ، الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক থেকে) সর্বশেষ। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে আমরা সবার পূর্বে। ব্যতিক্রম এই যে, আমাদের পূর্বে তাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর যেদিন তাদের উপর ইবাদত ফরয করা হয়েছিল, সেদিন তারা এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছে। কিন্তু সে বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। কাজেই এ ব্যাপারে লোকেরা আমাদের পশ্চাদবর্তী। ইহুদীদের (সম্মানীয় দিন হচ্ছে) আগামী কাল (শনিবার) এবং খ্রিষ্টানদের (সম্মানীয় দিন হচ্ছে) আগামী পরশু (রবিবার)।[১২]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم... نَحْنُ الآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِىُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ-

---

১১. *মুসলিম হা/৬৩৩; তিরমিযী হা/২৫৫১।*

১২. *বুখারী হা/৮৭৬, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৪০৬ পৃঃ; মুসলিম হা/৮৫৫; মিশকাত হা/১৩৫৪।*

আবু হুরায়রাহ ও হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক থকে) সর্বশেষ। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে আমরা সবার পূর্বে। সবার পূর্বে আমাদের হিসাব নেওয়া হবে'।[১৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَحْنُ آخِرُ الأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ أَيْنَ الأُمَّةُ الأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا فَنَحْنُ الآخِرُوْنَ الأَوَّلُوْنَ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'আমরা দুনিয়ার সর্বশেষ জাতি। ক্বিয়ামতের দিন আমাদের সর্বাগ্রে হিসাব নেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে, উম্মী উম্মত ও তার নবী আজ কোথায়? বস্তুত আমরা সর্বশেষ জাতি এবং হিসাবের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম'।[১৪]

সেদিন পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে

ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দাদেরকে সমবেত করবেন তখন তাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কেউ তাদের পদদ্বয় নড়াতে পারবে না। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পূর্বে আদম সন্তানের পদদ্বয় তার রবের নিকট থেকে সরাতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হবে তার বয়স সম্পর্কে, সে কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে? জিজ্ঞেস করা হবে তার যৌবনকাল সম্পর্কে, সে কিভাবে তা খরচ করেছে? জিজ্ঞেস করা হবে তার সম্পদ সম্পর্কে, কিভাবে তা উপার্জন করেছে এবং কোন খাতে ব্যয় করেছে? এবং জিজ্ঞেস করা হবে, তার অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করেছে কি না?[১৫]

---

১৩. মুসলিম হা/৮৫৬; মিশকাত হা/১৩৫৫।
১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪২৯০; সিলসিলা ছহীহা হা/২৩৭৪।
১৫. তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; সিলসিলা ছহীহা হা/৯৪৬।

দুনিয়াতে যারা আল্লাহ্কে ভুলে থাকবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে ভুলে যাবেন

বান্দা যত বেশী আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, আল্লাহ তার চেয়েও বেশী তাঁর বান্দাকে স্মরণ করবেন। কিন্তু বান্দা যদি আল্লাহ্কে ভুলে যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলাও বান্দাকে ভুলে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى- قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا- قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى-

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। তিনি বলবেন, এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। অনুরূপভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে' *(সূরা ত্বহা ২০/১২৪-১২৬)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِيْ الظَّهِيْرَةِ لَيْسَتْ فِيْ سَحَابَةٍ قَالُوْا لاَ، قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِيْ سَحَابَةٍ قَالُوا لاَ، قَالَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لاَ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا قَالَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُوْلُ أَىْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُوْلُ بَلَى، قَالَ فَيَقُوْلُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِىَّ فَيَقُوْلُ لاَ، فَيَقُوْلُ فَإِنِّيْ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِيْ ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِىَ فَيَقُوْلُ أَىْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُوْلُ بَلَى أَىْ رَبِّ، فَيَقُوْلُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِىَّ فَيَقُوْلُ لاَ، فَيَقُوْلُ فَإِنِّيْ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِيْ، ثُمَّ يَلْقَى

الثَّالِثَ فَيَقُوْلُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِى بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُوْلُ هَا هُنَا إِذًا قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِيْ نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْهَدُ عَلَيَّ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ انْطِقِى فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِى يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, মেঘ বিহীন স্বচ্ছ আকাশে দুপুর বেলায় সূর্য দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? তাঁরা বললেন, না। রাসূল (ছাঃ) পুনরায় বললেন, মেঘ বিহীন স্বচ্ছ আকাশে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? তাঁরা বললেন, না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না ঐ অসুবিধা ছাড়া যে অসুবিধা চন্দ্র-সূর্যের কিরণের জন্য হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর আল্লাহ বান্দার সাথে সাক্ষাত করবেন এবং বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিনি? নেতা বা দায়িত্বশীল বানাইনি? জীবন সঙ্গীনী দেইনি? ঘোড়া-উঠের মত সম্পদের মালিক বানাইনি? যা দ্বারা তুমি নেতৃত্ব দিয়েছ এবং বিলাসিতা করেছ? সে বলবে, হাঁ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার সামনে তোমাকে উপস্থিত হতে হবে এটা কি তুমি বিশ্বাস করতে? সে বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, আজকে আমিও তেমন তোমাকে ভুলে যাব। অতঃপর আল্লাহ অন্য এক বান্দার সাথে সাক্ষাত করবেন এবং বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিনি? নেতা বা দায়িত্বশীল বানাইনি? জীবন সঙ্গীনী দেইনি? ঘোড়া-উঠের মত সম্পদের মালিক বানাইনি? যা দ্বারা তুমি নেতৃত্ব দিয়েছ এবং বিলাসিতা করেছ? সে বলবে, হাঁ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার সামনে তোমাকে উপস্থিত হতে হবে এটা কি তুমি বিশ্বাস

Contents

করতে? সে বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, আজকে আমিও তেমন তোমাকে ভুলে যাব। অতঃপর আল্লাহ তৃতীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করবেন এবং উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের ন্যায় (ভোগ সামগ্রীর) কথা স্মরণ করাবেন। উত্তরে বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি আপনার রাসূলগণ, কিতাব ও আপনার প্রতি ঈমান আনায়ন করেছি। ছালাত আদায় করেছি, ছিয়াম পালন করেছি, দান করেছি। এভাবে সাধ্যমত ভাল কাজের কথা উল্লেখ করবে। তখন তাকে বলা হবে, তোমার এ কথা কতদূর সত্য তা এখানে প্রমাণিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর সেই বান্দাকে বলা হবে যে, এখনি তোমার সাক্ষীদাতাকে আনা হবে। সে তখন মনে মনে ভাববে, আমার সাক্ষী আবার কে দিবে? তারপর তার মুখে মহর মেরে দেওয়া হবে এবং তার রান, গোশত এবং হাড়কে কথা বলতে আদেশ করা হবে। তখন তার রান, গোশত এবং হাড় তার সকল কর্মকাণ্ড ব্যক্ত করবে। এরূপ করা হবে তাকে পরাস্ত ও মিথ্যুক প্রমাণ করার জন্য। এই সেই মুনাফিক, যার উপর আল্লাহ অসুন্তষ্ট।[১৬]

যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা জাহান্নামের অধিবাসি

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার যাবতীয় বিধি-বিধান অহি মারফত পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন ভাল ও মন্দ দু'টি পথ। জানিয়ে দিয়েছেন ভাল ও মন্দ কর্মের প্রতিদান। অতঃপর যখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কৃতকর্মকে ওজন করবেন। ভাল কর্মকে এক পাল্লায় এবং মন্দ কর্মকে অপর পাল্লায় রাখবেন। যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلْقَارِعَةُ– مَا الْقَارِعَةُ– وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ– يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ– وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ– فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ– فَهُوَ فِيْ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ– وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. نَارٌ حَامِيَةٌ.

---

১৬. মুসলিম হা/২৯৬৮; মিশকাত হা/৫৫৫৫।

Contents

‘মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কি? মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কি জান? সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত এবং পর্বত সমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত। তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যার (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে ‘হাবিয়া’। তুমি কি জান উহা কি? উহা তো উত্তপ্ত অগ্নি’ *(সূরা কারি‘আহ ১০১/১-১১)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

فَإِذَا نُفِخَ فِيْ الصُّوْرِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ- فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ- تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ-

‘যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে না। যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী বসবাস করবে। অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়’ *(সূরা মুমিনূন ২৩/১০১-১০৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُوْنَ-

‘সেদিনের ওজন করা সত্য। যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নিদর্শন সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে’ *(সূরা আ‘রাফ ৭/৮-৯)*।

যাদের নেকী ও পাপের পাল্লা সমান হবে তাদের অবস্থান

আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন যখন তাঁর বান্দাদের নেকী ও পাপ ওজন করবেন তখন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, যাদের নেকী ও পাপের পাল্লা সমান হবে। অবস্থা এমন হবে যে, তাদের নেকী তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশে বাধা দিবে এবং তাদের পাপ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশে বাধা দিবে। তখন

তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে ‘আ‘রাফ’ নামক স্থানে অবস্থান করবে। যেখানে তারা জান্নাতের সুখ ভোগ করবে না এবং জাহান্নামের শাস্তিও ভোগ করবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوْا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ- الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُوْنَ- وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ- وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوْا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ- أَهَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ-

‘জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, আল্লাহ্‌র লা‘নত যালেমদের উপর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত; তারাই পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। উভয়ের (জান্নাত ও জাহান্নাম) মধ্যে পর্দা আছে এবং আ‘রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে এবং জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের শান্তি হোক। তারা কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আকাঙ্খা করে। যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালেমদের সংগী কর না। আ‘রাফবাসীগণ যে লোকদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের

দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না। ইহারাই কি তারা যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না। এদেরকেই বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না' *(সূরা আ'রাফ ৭/৪৪-৪৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ-

'সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের আলোর কিছু গ্রহণ করতে পারি। তখন বলা হবে, তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর অনুসন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, উহার ভেতরে থাকবে রহমত এবং বাহিরে থাকবে শাস্তি' *(সূরা হাদীদ ৫৭/১৩)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ قَالَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ قَوْمٌ تَجَاوَزَتْ بِهِمْ حَسَنَاتُهُمُ النَّارَ، وَقَصُرَتْ بِهِمْ سَيِّئَاتُهُمْ عَنِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ فَقَالَ لَهُمْ قُوْمُوْا فَادْخُلُوْا الْجَنَّةَ فَإِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ-

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আ'রাফবাসীরা এমন কিছু লোক, যাদের নেকী তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছে। আর তাদের পাপ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে আটকিয়ে দিয়েছে (সে জন্য তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে 'আ'রাফ' নামক স্থানে আটকা পড়েছে)। তাদের দৃষ্টি যখন জাহান্নামীদের উপর পড়বে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এরূপ যালেমদের সঙ্গী কর না। তাদের আ'রাফে অবস্থান করা অবস্থায় তোমার প্রতিপালক বলবেন, হে আ'রাফবাসী! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।[১৭]

---

১৭. *মুস্তাদরাক হাকেম হা/৩২৪৭; আরনাউত, সনদ ছহীহ ।*

পুলছিরাত ও তা অতিক্রমকারী প্রথম ব্যক্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا – ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا–

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় (পুলছিরাত) পৌঁছবে না। এটা তোমার রবের অনিবার্য ফায়ছালা। অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব' *(সূরা মারয়াম ১৯/৭১-৭২)*। হাদীছে এসেছে,

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ক্বিয়ামত দিবসে আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, প্রজ্জ্বলিত চন্দ্র-সূর্য দর্শনে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, সে দিন তোমাদের রবের দর্শনে চন্দ্র-সূর্য দর্শনে যতটুকু অসুবিধা হয় ততটুকু ছাড়া আর কোনরূপ অসুবিধা হবে না। অতঃপর বললেন, প্রতিটি কওম, যে যার ইবাদ করত তার কাছে যাওয়ার জন্য একজন আহবানকারী আহবান করবে। অতঃপর খৃষ্টান ব্যক্তি খৃষ্টানদের সাথে যাবে। প্রতিমা পুজকরা তাদের প্রতিমার কাছে যাবে এবং সকল বাতিল উপাস্যের পুজারীরা তাদের উপাস্যের কাছে যাবে। এমনকি সৎ-অসৎ যাই হোক যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত তারা এবং আহলে কিতাবের কিছু লোক (নিজ স্থানে) বাকী থাকবে। এরপর জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, তখন সেটাকে মরিচিকার মত মনে হবে। তখন ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে আল্লাহ্‌র পুত্র উযাইরের! তাদেরকে বলা হবে মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্‌র কোন স্ত্রী ও সন্তান নেই। তোমরা এখন কি চাও? তারা বলবে, আমরা পানি পান করতে চাই। পানি পান করতে বলা হবে এবং (পান করতে গিয়ে) জাহান্নামে পতিত হতে থাকবে। এরপর খৃষ্টানদেরকে ডেকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তখন তারা বলবে, আল্লাহ্‌র পুত্র ঈসার! 'মাসীহর'। বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্‌র কোন স্ত্রী ও পুত্র নেই। তোমরা এখন কি চাও? তারা বলবে, আমরা পানি পান করতে চাই। পানি পান করতে বলা হবে এবং (পান করতে গিয়ে)

জাহান্নামে পতিত হতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্র ইবাদতকারী সৎ-অসৎ যাই হোক যারা বাকী থাকবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, সব মানুষতো চলে গেছে, তোমাদেরকে কে আটকিয়ে রেখেছে? উত্তরে তারা বলবে, প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বর্জন করেছি। আর সকল কওম যে যার ইবাদত করত তার কাছে যাক, এ আহবান একজন আহবানকারীকে করতে শুনেছি, (তারা সকলে চলে গেছে) আর আমরা আমাদের রবের অপেক্ষায় আছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এরপর আল্লাহ তাদের নিকট ঐ বেশে আসবেন যে বেশে তাঁকে (আল্লাহকে) তারা এরপূর্বে দেখেনি। আল্লাহ এসে বলবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক! তারা বলবে, আপনি আমাদের রব। বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে, এটি আমাদের স্থল। এখানে আমরা আমাদের প্রতিপালক আসা পর্যন্ত অবস্থান করব। আমাদের প্রতিপালকের যখন আগমন ঘটবে তখন আমরা তাঁকে চিনে নিব। আল্লাহ তাদের নিকট ঐ বেশে আসবেন যাতে তারা চিনতে সক্ষম হয়। নবীগণ ব্যতীত কেউ আল্লাহ্র সাথে কথা বলবেন না। আল্লাহ এসে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কাছে এমন কোন নিদর্শন আছে কি যা দ্বারা আল্লাহ্কে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যাঁ, পিণ্ডলি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ 'পিণ্ডলি' উন্মুক্ত করবেন এবং সকল মুমিন ব্যক্তিরা সিজদায় পড়ে যাবে। বাকী থাকবে রিয়াকারীরা। এরাও পরে সিজদা করতে যাবে কিন্তু তাদের পিঠ কাঠের মত শক্ত হয়ে যাবে। সিজদা করতে সক্ষম হবে না। এরপর পুলছিরাতকে জাহান্নামের মাঝখানে রাখা হবে। (ছাহাবায়ে কেরাম বলেন), আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসুল! পুলছিরাত কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সেটি পিচ্ছিল বস্তু। (মাছ ধরা) বড় বড়শির ন্যায় অগ্রভাগ বাঁকা করা লম্বা লোহা খাড়া করা আছে। মুমিনগণ পুলছিরাতের উপর দিয়ে চোখের পলক, বিদ্যুত, হাওয়া, দ্রুতগামী ঘোড়া এবং যানবাহনের গাড়ীর ন্যায় পেরিয়ে যাবে। সুতরাং কেউ নিখুঁতভাবে আরামের সাথে পুলছিরাত অতিক্রম করে মুক্তি পাবে। আবার কেউ পুলছিরাতে আটকা পড়ে জাহান্নামে পতিত হবে। এভাবে সর্বশেষ ব্যক্তি কোন রকম টেনে-টুনে পুলছিরাত অতিক্রম করবে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা যে সত্য জিনিস সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছ, তা তো সেদিন মুমিনদের জন্য প্রভাবশালী আল্লাহ্র সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে। পুলছিরাত অতিক্রমকারীরা যখন দেখবে যে তারা পুলছিরাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে, তখন তারা

বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরা (যারা পুলছিরাত অতিক্রম করতে গিয়ে জাহান্নামে পতিত হয়েছে) আমাদের ভাই, আমাদের সাথে ছালাত আদায় করত, ছিয়াম পালন করত এবং আমল করত। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা যাও এবং দেখ, যার অন্তরে এক দীনার সমপরিমাণ ঈমান আছে তাকে (জাহান্নাম) থেকে বের কর, আল্লাহ তাদের উপর জাহান্নাম হারাম করবেন। তারা তাদের (যারা জাহান্নামে পতিত হয়েছে) কাছে এসে প্রত্যক্ষ করবে যে তাদের কারোর 'পা' জাহান্নামের আগুনে ধ্বসে গেছে, আবার কারোর অর্ধেক 'পিণ্ডলী' পর্যন্ত (আগুনে ঢুকে গেছে)। যাদেরকে তারা চিনবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে আসবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তোমরা যাও এবং দেখ, যার অন্তরে অণূ পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। অতঃপর তারা যাকে চিনবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করবে। হাদীছ বর্ণনাকারী আবু সা'ঈদ (রাঃ) বলেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর তাহলে আল্লাহ্‌র এই বাণী পাঠ কর,

إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ অণূ পরিমাণও যুলম করেন না। আর যদি সেটি ভাল কাজ হয়, তিনি তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান দান করেন' *(নিসা ৪/৪০)*।

অতএব নবীগণ, ফেরেশ্‌তাগণ এবং মুমিনগণ সুপারিশ করবেন। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, আমার শাফা'আত অবশিষ্ট্য রয়ে গেল। এই বলে জাহান্নাম হতে এক মুষ্ঠি গ্রহণ করবেন যাতে এক গোছা পুড়া মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন এবং জান্নাতের সামনে এক নদীতে চুবাবেন, যাকে আবে হায়াত (জীবনের পানি) বলা হয়। এরপর তারা নদীর কিনারায় ঐভাবে গজিয়ে উঠবে যেভাবে পলী মাটিতে ঘাস গজায়। কোন পাথরের গায়ে গজিয়ে উঠা লতা-পাতা তোমরা দেখে থাকবে যে, যে দিকে সূর্যের কিরণ পায় সে দিকটি সবুজ হয়, আর যে দিকে আলো পায় না সে দিকটি সাদাটে হয়। তাই যারা জাহান্নাম থেকে বের হবে তাদের চেহারা হবে মতির ন্যায় উজ্জ্বল। তাদের গলায় অলংকার রিং ঝুলিয়ে দেওয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে দেখে জান্নাতীরা বলবে, এরা রহমানের ক্ষমাপ্রাপ্ত লোক, যাদেরকে আল্লাহ বিনা আমলে ও সৎ কর্ম ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। অতঃপর

তাদেরকে বলা হবে তোমরা জান্নাতে যা দেখছ তা এবং তার সাথে অনুরূপ আরো (ভোগ সামগ্রী) তোমাদের জন্য।[১৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় মানুষ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, মেঘ বিহীন স্বচ্ছ আকাশে সূর্য দর্শনে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, মেঘ বিহীন আকাশে পূর্ণিমা রাতে চন্দ্র দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? তারা বলল, না হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্কে ঐরূপ দেখবে। সেদিন আল্লাহ মানুষকে একত্রিত করে বলবেন, (দুনিয়াতে) যে যার ইবাদত করতে সে তার পেছন ধর। সুতরাং সূর্যপূজক সূর্যের, চন্দ্র পূজক চন্দ্রের এবং গায়রুল্লাহর ইবাদতকারী গায়রুল্লাহর পেছন ধরবে। বাকী থাকবে এই উম্মত, যার মধ্যে মুনাফিকও থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে এসে বলবেন, আমিই তোমাদের রব। তখন তারা বলবে, আমরা এই স্থানেই থাকলাম, আমাদের প্রতিপালক যখন আমাদের নিকট আসবেন তখন আমরা তাঁকে চিনে নিব। এরপর আল্লাহ তাদের কাছে ঐ বেশে আসবেন যে বেশে তারা তাঁকে চিনবে। এসে বলবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক! তখন তারা বলবে, আপনি আমাদের প্রতিপালক। এই বলে তারা আল্লাহ্র পেছন ধরবে। অতঃপর জাহান্নামের উপর পুলছিরাত রাখা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সর্বপ্রথম আমাকে (অতিক্রম করার) অনুমতি দেওয়া হবে। সেদিন সকল নর-নারী দো'আ করবে, اَللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ 'হে আল্লাহ নিরাপদে পুলছিরাত অতিক্রম করার তাওফীক্ব দাও'। কেননা পুলছিরাতে সা'দানের কাঁটার মত মাথা বাকানো লোহা বা বড়শি আছে। তোমরা কি সা'দানের কাঁটা দেখনি? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, দেখেছি হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেটি সা'দানের কাঁটার মত হলেও তা কত বিশাল তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মানুষের আমল অনুযায়ী পুলছিরাতের কাঁটা তাদেরকে গেঁথে নিবে। কেউ একেবারে

১৮. মুসলিম হা/১৮৩; মিশকাত হা/৫৫৭৯।

ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার কেউ তার আমল অনুযায়ী টেনে-হেঁচড়ে ক্ষত অবস্থায় পুলছিরাত অতিক্রম করবে এবং পরিত্রাণ পাবে। আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাদের বিচার শেষ করবেন তখন যারা এখলাছের সাথে তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা পোষণ করবেন এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিবেন। ফেরেশ্‌তামণ্ডলী কপালে সিজদার ঐ দাগ দেখে তাদেরকে চিনে নিবেন, যে দাগকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের উপর হারাম করেছেন। অতঃপর ফেরেশ্‌তামণ্ডলী দাহিত ব্যক্তিদের জাহান্নাম থেকে বের করবেন। তারপর তাদের উপর পানি ঢালা হবে, যাকে আবে হায়াত বলা হয়। মূলতঃ তারা ঐভাবে গজিয়ে উঠবে যেভাবে পলি মাটিতে ঘাস গজিয়ে উঠে। জাহান্নামের দিকে মুখ করা এক ব্যক্তি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জাহান্নামের দুর্গন্ধ আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলছে এবং তার উত্তাপ আমাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। জাহান্নামের দিক হতে আমার চেহারাকে ফিরিয়ে দিন। সর্বক্ষণ সে এভাবে আহবান করতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি যদি তা করি তাহলে তুমি অন্য কিছু চাইবে। সে বলবে, আপনার ইয্‌যতের কসম! অন্য কিছু আপনার কাছে চাইব না। তার চেহারা জাহান্নামের দিক হতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতের গেটের নিকটবর্তী করুন। আল্লাহ বলবেন, আর কিছু না চাওয়ার প্রতিশ্রুতি তুমি দাওনি? হে আদম সন্তান! তোমার খারবী হোক, তুমি কত বড় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তা সত্ত্বেও সে তার আহবান করতে থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি যদি তোমাকে তা দেই তাহলে তুমি আরো অন্য কিছু চাইবে। সে বলবে, আপনার ইয্‌যতের কসম! আপনার কাছে আমি আর কিছু চাইব না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের গেটের নিকটবর্তী করবেন। এমতাবস্থায় সে জান্নাতের সবকিছু দর্শন করবে। তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যতক্ষণ নিরব থাকার নিরব থাকবে। তারপর বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন, আর কিছু না চাওয়ার প্রতিশ্রুতি তুমি দাওনি? হে আদম সন্তান! তোমার খারবী হোক, তুমি কত বড় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে আপনার নিকৃষ্ট সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেন না। আল্লাহ্‌র হাঁসা পর্যন্ত ঐ কথা বলতেই থাকবে। আল্লাহ যখন হাঁসবেন তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার

অনুমতি দান করবেন। যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাকে বলা হবে, অমুক জিনিস গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ কর। সে তা করবে। পুনরায় বলা হবে, তুমি অমুক জিনিস গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ কর। সে ইচ্ছা পোষণ করবে। এমনকি তার সকল আশা পূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, এ সকল ভোগ-সামগ্রী তার সাথে অনরূপ আরো ভোগ-সামগ্রী তোমার জন্য।[১৯]

পুলছিরাতের পরে আরো এক সেতু

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত কণ্টকাকীর্ণ অতীব সুক্ষ্ম পুলছিরাত অতিক্রম করে যখন মানুষ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিলাভ করবে, ঠিক তখনই উপস্থিত হবে আরো এক সেতু যাতে এক শ্রেণীর মানুষ আটকা পড়বে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُوْنَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا أُذِنَ لَهُمْ فِيْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِيْ الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِيْ الدُّنْيَا-

আবু সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনগণ যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে (পুলছিরাত অতিক্রম করবে)। তখন তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে এক সেতুতে আটকা পড়বে। অতঃপর দুনিয়াতে পরস্পরের মধ্যে যে যুলুম অত্যাচার হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা (তাদের পাপ থেকে) পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। ঐ সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! মুমিনদের প্রত্যেকে দুনিয়াতে তার নিজ বাড়ী যেমনিভাবে চিনত, উহা অপেক্ষা জান্নাতে তার স্থান ভালভাবে চিনতে পারবে।[২০]

---

১৯. *বুখারী হা/৭৪৩৭; মুসলিম হা/১৮২।*
২০. *বুখারী হা/৬৫৩৫; মিশকাত হা/৫৫৮৯, ‘হাউযে কাউছার ও শাফা‘আতের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১২৬ পৃঃ ।*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাহান্নাম

আল্লাহ তা‘আলা মানুষ এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করে পার্থিব্য জীবন পরিচালনার জন্য ভাল-মন্দ দু’টি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং বান্দার প্রতিটি কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ভাল কাজের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত এবং মন্দ কাজের প্রতিদান স্বরূপ জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। আর এটি হল অহংকারী ও পাপীদের মর্মান্তিক আবাসস্থল। চূড়ান্ত দুঃখ, ধিক্কার ও অনুতাপস্থল। যুগ যুগ ধরে দগ্ধীভূত চূড়ান্ত দাহিকাশক্তি সম্পন্ন ভয়ংকর আগুনের লেলিহান বহ্নিশিখা এই জাহান্নামের স্বরূপ তুলে ধরা হল।

জাহান্নামের অস্তিত্ব

মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তাঁর আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্য জান্নাত ও অবাধ্য বান্দাদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন যা বর্তমানে বিদ্যমান এবং কখনই তা ধ্বংস হবে না। তিনি মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টি করার পূর্বেই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সৃষ্টি করেছেন তার অধিবাসী। এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে মু‘তাযিলা ও ক্বাদারিয়াগণ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলেন- আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করবেন।[২১]

জাহান্নামের অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআন থেকে দলীল :

প্রথম দলীল : আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ– ‘তোমরা জহান্নামকে ভয় কর যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য’ *(সূরা আলে-ইমরান ৩/১৩১)*।

দ্বিতীয় দলীল : আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا– لِلطَّاغِيْنَ مَآبًا– ‘নিশ্চয়ই জাহান্নাম গোপন ফাঁদ। সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তন স্থল’ *(সূরা নাবা ৭৮/২১-২২)*।

---

২১. *ড: ওমর সুলাইমান আব্দুল্লাহ আল-আশক্বার, আল-জান্নাহ্ ওয়ান নার, দারুস সালাম, পৃঃ ১৩।*

জাহান্নামের অস্তিত্ব সম্পর্কে হাদীছ থেকে দলীল :

প্রথম দলীল : হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর যদি জাহান্নামী হয়, তবে তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়)। আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা অবধি।[২২]

দ্বিতীয় দলীল : অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِيْ النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি আমর ইবনু আমের ইবনে লুহাই খুযআহ্কে তার বহির্গত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলাফেরা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি যে সা-য়্যিবাহ্[২৩] উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলন করে।[২৪]

---

২২. বুখারী হা/১৩৭৯, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/৭২ পৃঃ; মুসলিম হা/২৮৬৬।

২৩. সা-য়্যিবাহ বলা হয় ঐ পশুকে যা মুর্তির নামে উৎসর্গ করা হয়, যার পিঠে আরোহণ করা, দুগ্ধ দহণ করা, যবেহ করা সবকিছুই হারাম করা হয়।

২৪. বুখারী হা/৩৫২১, ‘খুযা’আহ গোত্রের কাহিনী’ অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/৪৭৬ পৃঃ।

তৃতীয় দলীল : অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَأُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا بِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা হতে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন, আমিতো জান্নাত দেখছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। অতঃপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কি কারণে? তিনি বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচারণ কর, অতঃপর সে যদি তোমার হতে সামান্য ত্রুটি পায়, তাহলে বলে ফেলে, তোমার কাছ থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।[২৫]

---

২৫. বুখারী হা/১০৫২, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৪৯১ পৃঃ; মুসলিম হা/৯০৭।

চতুর্থ দলীল : অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন, তখন জিবরাইল (আঃ)-কে বললেন, যাও, জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে উহা এবং উহার অধিবাসীদের জন্য যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ তা'আলা তৈরী করে রেখেছেন, সবকিছু দেখে আসলেন, এবং বললেন, হে আল্লাহ! তোমার ইয্যতের কসম! যে কেহ এই জান্নাতের অবস্থা সম্পর্কে শুনবে, সে অবশ্যই উহাতে প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ প্রবেশের আকাঙ্খা করবে)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে তার চারপার্শে কষ্টসমূহ দ্বারা বেষ্টন করে দিলেন, অতঃপর পুনরায় জিবরাইল (আঃ)-কে বললেন, হে জিবরাইল! যাও এবং পুনরায় জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে উহা দেখে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! এখন যাকিছু দেখলাম, উহার প্রবেশপথ যে কষ্টকর; তাতে আমার আশংকা হচ্ছে যে, কোন একজনই উহাতে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন জাহান্নামকে সৃষ্টি করলেন। তখন বললেন, হে জিবরাইল! যাও, জাহান্নাম দেখে আস। তিনি দেখে এসে বলবেন, হে আল্লাহ! তোমার ইয্যতের কসম! যে কেহ এই জাহান্নামের ভয়ংকর অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনও উহাতে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ এমন কাজ করবে, যাতে উহা হতে বেঁচে থাকতে

পারে)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে তার চারপার্শে প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা বেষ্টন করলেন এবং পুনরায় জিবরাইলকে বললেন, যাও এবং দ্বিতীয়বার উহা দেখে আস। তিনি গেলেন এবং দেখে এসে বললেন, হে আল্লাহ! তোমার ইয্যতের কসম করে বলছি, আমার আশংকা হচ্ছে, একজন লোকও উহাতে প্রবেশ ব্যতীত বাকী থাকবে না।[২৬]

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্ট অবস্থায় বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। যার উপরে আহলুস সন্নাত ওয়াল জামা'আত ঐক্যমত পোষণ করেছেন। অতএব মু'তাযিলাহ ও কাদারিয়াদের মত গ্রহণযোগ্য নয়।

জাহান্নামের সৃষ্টি সম্পর্কে বিরোধীদের যুক্তি ও তার জবাব

যুক্তি: যদি বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে ক্বিয়ামতের দিন তা (জান্নাত ও জাহান্নাম) এবং তার অধিবাসীরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণী- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 'তাঁর (আল্লাহ) সত্ত্বা ছাড়া সকল বস্তুই ধ্বংসশীল' *(সূরা কাছাছ ৮৮)*।

সুতরাং প্রত্যেক জিনিস যেহেতু ধ্বংসশীল, তাই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি হয়ে থাকলে তা অনর্থক হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা অনর্থক কোন কাজ করেন না।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা যে সকল বস্তু সৃষ্টি করে তার ধ্বংস লিপিবদ্ধ করেছেন ক্বিয়ামতের দিন সে সকল বস্তু অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু জান্নাত ও জাহান্নামকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করার জন্য সৃষ্টি করেননি। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র আরশ যা জান্নাতের ছাদ হিসাবে থাকবে[২৭] তাও ধ্বংস হবে না।[২৮]

---

২৬. *আবুদাউদ হা/৪৭৪৪; নাসাঈ হা/৩৭৬৩; মিশকাত হা/৫৬৯৬, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৭২; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৫২১০।*

২৭. *তিরমিযী হা/২৫৩১; মিশকাত হা/৫৬১৭; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৪২৪৪।*

২৮. *ড: ওমর সুলাইমান আব্দুল্লাহ আল-আশক্বার, আল-জান্নাহ্ ওয়ান নার, দারুস সালাম, ১৮ পৃঃ।*

জাহান্নামের অবস্থান

ওলামায়ে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত ঐক্যমত পোষণ করেন যে, বর্তমানে জাহান্নাম সৃষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান, উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ যার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কিন্তু বর্তমান অবস্থান নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা পর্যালোচনা করলে তিনটি মত পাওয়া যায়। **প্রথম মত:** বর্তমানে জাহান্নাম মাটির নীচে অবস্থিত। **দ্বিতীয় মত:** বর্তমানে তা আসমানে অবস্থিত। **তৃতীয় মত:** জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত যা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। আর এই মতটিই অধিক শক্তিশালী। কারণ জাহান্নামের অবস্থান সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

হাফেয সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। আর আমার নিকটে এমন কোন অকাট্য দলীল নেই যার উপর ভিত্তি করে জাহান্নামের অবস্থান নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।[২৯]

শায়খ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, জান্নাত ও জাহান্নামের নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে কোন স্পষ্ট দলীল নেই। বরং তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টি ও বিশ্বজগৎ আমাদের আয়ত্তের বাইরে।[৩০] আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান এই মতটিকেই ছহীহ মত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

জাহান্নামের প্রসিদ্ধ নাম সমূহ

(১) **النار (নার) তথা আগুন :** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ–

'যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি ' *(সূরা নিসা ৪/১৪)*।

---

২৯. *ছিদ্দীক হাসান খান, ইয়াক্বযাতু উলিল ই'তিবার মিম্মা ওরাদা ফী যিকরিল জান্নাতি ওয়ান নার, দারুল আনছার ছাপা, আল-ক্বাহেরাহ, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৮ হিজরী ও ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ, ৪৭ পৃঃ।*
৩০. *তদেব।*

Contents

(২) جهنم (জাহান্নাম) তথা দোযখ : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا–

‘আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামে মুনাফিক ও কাফিরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন’ *(সূরা নিসা ৪/১৪০)*।

(৩) جحيم (জাহীম) তথা প্রজ্বলিত আগুন : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ–

‘যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা প্রজ্বলিত অগ্নির অধিবাসী’ *(সূরা মায়েদা ৫/১০)*।

(৪) سعير (সা‘ঈর) তথা জ্বলন্ত অগ্নি : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِيْنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا–

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের উপর অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি’ *(সূরা আহাযাব ৩৩/৬৪)*।

(৫) سقر (সাকার) তথা যন্ত্রণাদায়ক আগুন : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ– وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ– لاَ تُبْقِيْ وَلاَ تَذَرُ– لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ–

‘আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ, তুমি কি জান সাকার কি? উহা তাদেরকে জীবিত অবস্থায় রাখবে না ও মৃত অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে’ *(সূরা মুদ্দাছছির ৭৪/২৬-২৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِيْ النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ–

‘যেদিন তাদেরকে উপুড় করে মুখের উপর ভর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সে দিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর’ *(সূরা ক্বামার ৫৪/৪৮)*।

Contents

(৬) الحطمة (হুত্বামাহ) তথা প্রজ্বলিত হুতাশন : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِيْ الْحُطَمَةِ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ- نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةَ-

‘কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়; তুমি কি জান হুতামা কি? ইহা আল্লাহ্র প্রজ্বলিত হুতাশন’ *(সূরা হুমাযাহ ১০৪/৪-৬)*।

(৭) لظى (লাযা) তথা লেলিহান অগ্নি : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

كَلَّا إِنَّهَا لَظَى- نَزَّاعَةً لِلشَّوَى- تَدْعُوْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى-

‘না, কখনই নয়, ইহা তো লেলিহান অগ্নি, যা শরীর হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল’ *(সূরা মা‘আরিজ ৭০/১৫-১৭)*।

(৮) دار البوار (দারুল বাওয়ার) তথা ধ্বংসের ঘর : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ- جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ-

‘তুমি কি উহাদেরকে লক্ষ্য কর না? যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে। জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল’ *(সূরা ইবরাহীম ১৪/২৮-২৯)*।

ইবনে ওমর (রাঃ)-এর স্বপ্নে জাহান্নাম দর্শন

ইবনে ওমর (রাঃ) স্বপ্নে জাহান্নাম দর্শন করেছেন যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীছে এসেছে,

عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُصُّوْنَهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ وَأَنَا غُلاَمٌ حَدِيْثُ السِّنِّ وَبَيْتِيْ الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ لَوْ

Contents

كَانَ فِيْكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلاَءِ فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِيْ رُؤْيَا فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِيْ مَلَكَانِ فِيْ يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُقْبِلاَ بِيْ إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللهَ اللهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ أُرَانِيْ لَقِيَنِيْ مَلَكٌ فِيْ يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ فَانْطَلَقُوْا بِيْ حَتَّى وَقَفُوْا بِيْ عَلَى شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ لَهُ قُرُوْنٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ وَأَرَى فِيْهَا رِجَالاً مُعَلَّقِيْنَ بِالسَّلاَسِلِ رُؤُوْسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيْهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوْا بِيْ عَنْ ذَاتِ الْيَمِيْنِ- فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ نَافِعٌ لَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বেশ কয়েকজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে স্বপ্ন দেখতেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তা বর্ণনা করতেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগুলোর ব্যাখ্যা দিতেন যা আল্লাহ ইচ্ছা করতেন। আমি তখন অল্প বয়সের যুবক। আর বিয়ের পূর্বে মসজিদই ছিল আমার ঘর। আমি মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করে বললাম, যদি তোমার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকত তাহলে তুমি তাঁদের মত স্বপ্ন দেখতে। আমি এক রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বললাম, হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে, আমার মধ্যে কোন কল্যাণ আছে তাহলে আমাকে কোন একটি স্বপ্ন দেখান। আমি ঐ অবস্থায়ই (ঘুমিয়ে) থাকলাম। দেখলাম আমার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই লোহার একটি করে হাতুড়ি। তারা আমাকে নিয়ে (জাহান্নামের দিকে) এগোচ্ছে। আর আমি তাঁদের দু'জনের মাঝে থেকে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করছি, হে আল্লাহ! আমি জাহান্নাম থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর আমাকে দেখানো হল যে, একজন ফেরেশতা আমার কাছে এসেছেন। তাঁর হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। তিনি আমাকে বললেন, তোমার অবশ্যই কোন ভয় নেই। তুমি খুবই ভাল লোক, যদি

Contents

অধিক করে ছালাত আদায় করতে! তাঁরা আমাকে নিয়ে চললেন, অবশেষে তাঁরা আমাকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় কারালেন, (যা দেখতে) কূপের মত গোল আকৃতির। আর কূপের মত এরও রয়েছে অনেক শিং। আর দু'শিং-এর মাঝখানে একজন ফেরেশতা, যার হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। আর আমি এতে কিছু লোককে (জাহান্নামে) শিকল পরিহিত দেখলাম। তাদের মাথা ছিল নিচের দিকে। কুরাইশের এক ব্যক্তিকে সেখানে আমি চিনে ফেললাম। অতঃপর তারা আমাকে ডান দিকে নিয়ে ফিরল। এ ঘটনা (স্বপ্ন) আমি হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফছাহ (রাঃ) তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আব্দুল্লাহ তো নেককার লোক। নাফে' (রহঃ) বলেন, এরপর থেকে তিনি (ইবনু ওমর) সর্বদা অধিক করে (নফল) ছালাত আদায় করতেন।[৩১]

ক্বিয়ামতের পূর্বে কেউ স্বচক্ষে জাহান্নাম দর্শন করেছেন কি?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই জাহান্নামকে দেখেছেন, যেমনিভাবে তিনি জান্নাতকে দেখেছেন। যার প্রমাণে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَأُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا بِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল।...লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা

৩১. *বুখারী হা/৭০২৮-৭০২৯, 'স্বপ্নে নিরাপদ মনে করা ও ভীতি দূর হতে দেখা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৩০৯ পৃঃ; মুসলিম হা/২৪৭৯।*

দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা হতে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন, আমিতো জান্নাত দেখছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে দুনিয়া ক্বায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। অতঃপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কি কারণে? তিনি বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচারণ কর, অতঃপর সে যদি তোমার হতে সামান্য ত্রুটি পায়, তাহলে বলে ফেলে, তোমার কাছ থেকে কখনো ভাল ব্যাবহার পেলাম না।[৩২] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ... فَقَالَ قَدْ دَنَتْ مِنِّيْ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّيْ النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوْا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا لاَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ-

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার সূর্যগ্রহণের ছালাত আদায় করলেন।...অতঃপর ছালাত শেষে বললেন, জান্নাত আমার খুবই নিকটে এসে গিয়েছিল। এমনকি আমি যদি চেষ্টা করতাম তাহলে জান্নাতের একগুচ্ছ আঙ্গুর তোমাদের এনে দিতে পারতাম। আর জাহান্নামও আমার একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। এমনকি আমি বলে উঠলাম, হে আল্লাহ আমিও কি তাদের সাথে? আমি একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম। আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, একটি বিড়াল তাকে খামচাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ স্ত্রীলোকটির এমন অবস্থা কেন?

---

৩২. *বুখারী হা/১০৫২, 'সূর্যগ্রহণ-এর ছালাত জামা'আতের সঙ্গে আদায় করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৪৯১ পৃঃ; মুসলিম হা/৯০৭; মিশকাত হা/১৪৮২।*

ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, সে একটি বিড়ালকে আটকিয়ে রেখেছিল, ফলে বিড়ালটি অনাহারে মারা যায়। উক্ত স্ত্রীলোকটি তাকে খেতেও দেয়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে আহার করতে পারে।[৩৩]

অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরে মানুষ তার বারযাখী জীবনে তাদের অবস্থান অবলোকন করবে। মুমিন ব্যক্তিগণ জান্নাত এবং কাফিরগণ জাহান্নাম অবলোকন করবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে যদি জাহান্নামী হয়, তবে তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়)। আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা অবধি।[৩৪]

জাহান্নামের স্তর

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করার জন্য জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর এবং স্তরভেদে তাপের তারতম্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন- তিনি মুনাফিকদের স্তর উল্লেখ করে বলেছেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِيْ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ–

‘মুনাফিকগণ জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে’ *(সূরা নিসা ৪/১৪৫)*।

---

৩৩. *বুখারী হা/৭৪৫,২৩৬৪, ‘তাকবীরে তাহরীমার পরে কি পড়বে’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৩৪৫ পৃঃ।*

৩৪. *বুখারী হা/১৩৭৯, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/৭২ পৃঃ; মুসলিম হা/২৮৬৬; মিশকাত হা/১২৭।*

আরবদের নিকটে (الدَّرْكِ) 'দারক' শব্দটি প্রত্যেক বস্তুর নিম্নতম স্তর অর্থে এবং (الدَّرْج) 'দারজ' শব্দটি প্রত্যেক বস্তুর উচ্চতম স্তর অর্থে ব্যাবহৃত হয়। জান্নাতের ক্ষেত্রে (دَرَجَات) এবং জাহান্নমের ক্ষেত্রে (دَرَكَات) শব্দের ব্যাবহার হয়ে থাকে। তবে জাহান্নামের ক্ষেত্রেও (دَرَجَات) শব্দের ব্যাবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا 'প্রত্যেকে যা করে তদনুসারে তার স্থান রয়েছে' *(সূরা আন'আম ৬/১৩২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ- هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ-

'যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে সেকি তার মত, যে আল্লাহ্র ক্রোধ নিয়ে ফিরে এসেছে? আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। তারা আল্লাহ্র নিকট বিভিন্ন মর্যাদার। আর তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা' *(সূরা আলে-ইমরান ৩/১৬২-১৬৩)*।

জাহান্নামের দরজা সমূহ

জাহান্নামের দরজা মোট সাতটি যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন,

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ- لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ-

'অবশ্যই জাহান্নাম তাদের সকলেরই প্রতিশ্রুত স্থান, উহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণী আছে' *(হিজির ১৫/৪৩-৪৪)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন, জাহান্নামের প্রত্যেক দরজায় শয়তান ইবলীসের অনুসারীদের কিছু অংশের প্রবেশের কথা লিখা আছে, তারা সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, পালানোর কোন পথ পাবে না।[৩৫]

---

৩৫. তাফসীর ইবনে কাছীর, দারুল আন্দালুস ছাপা, বৈরূত, ৪/১৬৪।

প্রত্যেক জাহান্নামী তাদের আমল অনুযায়ী জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং তার নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"أَبْوَابُ جَهَنَّمَ سَبْعَةٌ، بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، فَيَمْتَلِئُ الأَوَّلُ، ثُمَّ الثَّانِيْ، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ تَمْتَلِئُ كُلُّهَا"

'জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে যা পর্যায়ক্রমে একটি অপরটির উপর অবস্থিত, সর্বপ্রথম প্রথমটি, অতঃপর দ্বিতীয়টি, অতঃপর তৃতীয়টি পূর্ণ হবে, অনরূপভাবে সবগুলো দরজাই পূর্ণ হবে'।[৩৬]

এখানে দরজা বলতে স্তরকে বুঝানো হয়েছে। আর্থাৎ জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে যা একটি অপরটির উপর অবস্থিত এবং তা পর্যায়ক্রমে পূর্ণ হবে।

যখন কাফিরদেরকে জাহান্নামের নিকটে নিয়ে আসা হবে তখন তার দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হবে, অতঃপর তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সেখানে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوْا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ-

'কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা জাহান্নামের নিকটে উপস্থিত হবে তখন ইহার প্রবেশদ্বারগুলি খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকটে কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত তেলাওয়াত করত এবং এই দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করত? তখন তারা বলবে অবশ্যই এসেছিল। বস্তুত কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে' *(সূরা যুমার ৩৯/৭১)*।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন,

ادْخُلُوْا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ-

---

৩৬. *তাফসীর ইবনে কাছীর, দারুল আন্দালুস ছাপা, বৈরূত, ৪/১৬৪।*

‘জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল’ *(সূরা যুমার ৩৯/৭২)*।

জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের পর তার দরজাসমূহ এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে যা হতে বের হওয়ার কোন অবকাশ থাকবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ- عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

‘আর যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগ্য। তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ অগ্নিতে’ *(সূরা বালাদ ৯০/১৯-২০)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (مُّؤْصَدَةٌ) অর্থাৎ অবরুদ্ধ দরজাসমূহ। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ- الَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ- يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ- كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِيْ الْحُطَمَةِ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ- نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ- الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ- إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ- فِيْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ-

‘দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও তা বার বার গণনা করে, সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে, কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়, তুমি কি জান হুতামা কি? ইহা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে, নিশ্চয়ই ইহা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে’ *(সূরা হুমাযাহ্ ১০৪/১-৯)*।

জাহান্নামের প্রহরী

মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণকে জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করেছেন যারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে সদা প্রস্তুত থাকে, কখনোই তা অমান্য করে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাঁদেরকে যা আদেশ করেন তা পলনে। আর তাঁরা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই পালন করে’ *(সূরা আত-তাহরীম ৬৬/৬)*।

আর জাহান্নামের প্রহরী হিসাবে নিয়োজিত ফেরেশতাগণের সংখ্যা ১৯ জন। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ- لاَ تُبْقِيْ وَلاَ تَذَرُ- لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ- عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ-

‘আমি তাদেরকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ। তুমি কি জান সাকার কি? উহা তাদেরকে জীবিত অবস্থায় রাখবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেবে না। ইহা গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে। সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী’ *(সূরা মুদ্দাছছির ৭৪/২৬-৩০)*।

আয়াতে উল্লিখিত সংখ্যা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। কারণ তারা ধারণা করে যে, এই অল্প সংখ্যক ফেরেশতার শক্তির সাথে বিপুল পরিমাণ জাহান্নামীদের বিজয়লাভ সম্ভব। কিন্তু তারা জানেনা যে, একজন ফেরেশতার শক্তি দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়েও বেশী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِيْمَانًا وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُوْنَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ-

‘আমি ফেরেশতাগণকে জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করেছি, কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ়

প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বৃদ্ধি হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে; এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা ও কাফিররা বলবে, আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী' *(সূরা মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)*।

জাহান্নামের প্রশস্ততা ও গভীরতা

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর অবাধ্য বান্দাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন যার প্রশস্ততা বিশাল এবং গভীরতা অনেক। জাহান্নামের প্রশস্ত তা ও গভীরতা কেমন হতে পারে, তার কতিপয় দালীলিক প্রমাণ পেশ করা হল।

১- পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জাহান্নামীদের সংখ্যার আধিক্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এর পরেও আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে বিশাল আকৃতির দেহ দান করবেন। যেমন- তাদের এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান, এক কাঁধ থেকে অপর কাঁধের দুরুত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ, চামড়া হবে তিন দিনের পথ পরিমান মোটা, যা জাহান্নামীদের দেহ অবয়ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ। এতো বিশালাকৃতির হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তা পূর্ণ হবে না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের পাঁ জাহান্নামের উপর রাখবেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে বলবেন,

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ–

'সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে, আরও কিছু আছে কি?' *(সূরা ক্বাফ ৫০/৩০)*।

এই উত্তর শুনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ পাঁ জাহান্নামের উপর রাখবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামে অনবরত (জিন-মানুষ) কে নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো অধিক কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ পা জাহান্নামের উপর রাখবেন। তখন জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে যাবে এবং বলবে, তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।[৩৭]

২- জাহান্নামের গভীরতা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْرُوْنَ مَا هَذَا؟ قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ هَذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهِ فِيْ النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْوِى فِيْ النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। যখন তিনি একটি শব্দ শুনলেন তখন বললেন, তোমরা কি জান এটা কি? তখন আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটি এক খন্ড পাথর যা ৭০ বছর পূর্বে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সে নিচের দিকে অবতরণ করছে জাহান্নামের তলা খুঁজে পাওয়া অবধি।[৩৮] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ حَجَرًا مِثْلَ سَبْعِ خَلِفَاتٍ أُلْقِيَ مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ أَهوَى فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا، لاَ يَبْلُغُ قَعْرَهَا-

---

৩৭. *বুখারী হা/৬৬৬১, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/১১৪ পৃঃ; মুসলিম হা/২৮৪৮; মিশকাত হা/৫৬৯৫, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৭২ পৃঃ।*

৩৮. *মুসলিম হা/২৮৪৪।*

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা একটি বড় পাথর খণ্ডের দিকে ইশারা করে বলেন যে, যদি এই পাথরটি জাহান্নামের কিনারা দিয়ে তার ভিতরে নিক্ষেপ করা হয়, তবে ৭০ বছরেও সে তলা পাবেনা।[৩৯]

৩- জাহান্নাম এতো বিশাল যে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে টেনে আনতে বিপুল পরিমাণ ফেরেশতার প্রয়োজন হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا-

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে, যার ৭০ টি লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে ৭০ হাজার ফেরেশতা থাকবে, তাঁরা তা টেনে আনবে।[৪০]

৪- ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দু'টি বিশাল সৃষ্টি চন্দ্র-সূর্যকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ الْحَسَنُ مَا ذَنْبُهُمَا؟ فَقَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ الْحَسَنُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে দুটি পনিরের আকৃতি বানিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন হাসান বাছরী জিজ্ঞেস করলেন, তাদের অপরাধ কি? জবাবে আবু হুরায়রাহ বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ) হতে এ ব্যাপারে যাকিছু শুনেছি, তাই বর্ণনা করলাম, এই কথা শুনে হাসান বাছরী নীরব হয়ে গেলেন।[৪১]

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, জাহান্নামের বিশালত্ব অকল্পনীয়। কারণ এত বিশালাকৃতির হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন

---

৩৯. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৫২৮৪; ছহীহুল জামে' হা/৫২৪৮; সিলসিলা ছহীহা হা/২১৬৫।
৪০. মুসলিম হা/২৮৪২; মিশকাত হা/৫৬৬৬, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৬০ পৃঃ।
৪১. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৬৯২, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৬৯ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহা হা/১২৪।

জাহান্নামী এবং পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড় সূর্যকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পরেও যদি তার পেট পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার পাঁ জাহান্নামের উপর রাখার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা কত বিশাল হতে পারে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। আল্লাহ আমাদের তা হতে রক্ষা করুন। আমীন!

জাহান্নামের জ্বালানী

মহান আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জ্বালানী হিসাবে পাথর এবং পাপিষ্ঠ কাফিরদেরকে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করেনা তা, যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে' *(সূরা তাহরীম ৬৬/৬)*।

অত্র আয়াতে (النَّاسُ) অর্থাৎ মানুষ বলতে কাফির-মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। আর (وَالْحِجَارَةُ) অর্থাৎ পাথর বলতে কোন প্রকারের পাথর যা আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জ্বালানী হিসাবে ব্যাবহার করবেন তা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। তবে বলা হয়ে থাকে, ইহা ঐ সমস্ত মুর্তি, কাফির-মুশরিকরা যাদের ইবাদত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ-

'তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলে উহাতে প্রবেশ করবে' *(আম্বিয়া ২১/৯৮)*[৪২]

কিছু সংখ্যক সালাফে ছালেহীন বলেছেন, ইহা গন্ধক পাথর যা অগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে।[৪৩]

---

৪২. তাফসীর ইবনে কাছীর, তাহক্বীক: আব্দুর রায্যাক মাহদী, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৬/২৫৯।
৪৩. তদেব।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ (রাঃ) বলেন, এটা গন্ধক পাথর যা আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে, যা আল্লাহ তা‘আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির সময় সৃষ্টি করে কাফিরদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।[৪৪]

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরগণ পাথর বলতে গন্ধক পাথরকে বুঝিয়েছেন যা আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে এবং বলা হয়ে থাকে এই আগুনে পাঁচ প্রকার শাস্তি বিদ্যমান। ১- দ্রুত আগুন প্রজ্জ্বলিতকরণ। ২- অতি দুর্গন্ধময়। ৩- অতিরিক্ত ধোঁয়া নিসৃতকরণ ৪- কঠিনভাবে শরীরের সাথে আগুনের সংযুক্তকরণ। ৫- তাপের প্রখরতা।[৪৫]

মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যে সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে মা‘বুদ হিসাবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের জ্বালানী হিসাবে মানুষ এবং পাথরের সাথে সে সকল মা‘বুদদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ- لَوْ كَانَ هَؤُلاَءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

‘তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা ইলাহ হতো তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না। তাদের সকলেই তাতে (জাহান্নামে) স্থায়ী হবে’ *(সূরা আম্বিয়া ২১/৯৮-৯৯)*।

জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা এবং ধোঁয়ার আধিক্য

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ- فِيْ سَمُوْمٍ وَحَمِيْمٍ- وَظِلٍّ مِّن يَحْمُوْمٍ لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيْمٍ-

‘আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! তারা থাকবে তীব্র গরম হাওয়া এবং প্রচন্ড উত্তপ্ত পানিতে, আর প্রচন্ড কালো ধোঁয়ার ছায়ায়, যা শীতলও নয়, সুখকরও নয়’ *(সূরা ওয়াকি‘আহ ৫৬/৪১-৪৪)*।

---

৪৪. তদেব।
৪৫. আত-তাখবীফ মিনান নার, ইবনে রজব, মাকতাবাহ ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, পৃঃ ১০৭।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিনের প্রচন্ড তাপ থেকে মানুষকে ঠান্ডা করবেন তিনটি বস্তু দ্বারা, তা হল, ১- পানি ২- বাতাস এবং ৩- ছায়া, যার সামান্যটুকুও জাহান্নামীদেরকে দেওয়া হবে না।

অতএব জাহান্নামের বাতাস যা তার অধিবাসীদেরকে দেওয়া হবে, তা প্রচন্ড গরম বাতাস। আর পানি যা পান করতে দেওয়া হবে, তা প্রচন্ড গরম পানি। আর ছায়া যা তাদেরকে আচ্ছাদন করে রাখবে, তা জাহান্নামের আগুন নিসৃত ধোঁয়ার ছায়া। এগুলো জাহান্নামীদের কোন উপকারে আসবে না। বরং এগুলো তাদের অধিক শাস্তির কারণ হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

انْطَلِقُوْا إِلَى ظِلٍّ ذِيْ ثَلاَثِ شُعَبٍ- لاَ ظَلِيْلٍ وَلاَ يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ- إِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ- كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ-

‘চল তিন শাখাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে, নিশ্চয়ই সে নিক্ষেপ করবে প্রাসাদতুল্য স্ফুলিঙ্গ। যা দেখে মনে হবে হলুদ বর্ণের উট’ *(সূরা মুরসালাত ৭৭/৩০-৩৩)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের আগুন নিসৃত ধোঁয়ার তিনটি প্রকার উল্লেখ করেছেন, ১- ছায়া সদৃশ ধোঁয়া যা শীতল করে না। ২- এই ধোঁয়া জ্বলন্ত অগ্নিশিখা থেকে রক্ষা করতে পারে না। ৩- এই ধোঁয়া মোটা হলুদ উট সদৃশ।

আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা উল্লেখ করে বলেন,

سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ- لاَ تُبْقِيْ وَلاَ تَذَرُ- لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ-

‘আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ, তুমি কি জান সাকার কি? উহা তাদেরকে জীবিত অবস্থায় রাখবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেবে না, ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে’ *(সূরা মুদ্দাছছির ৭৪/২৬-২৯)*।

অতএব জাহান্নামের আগুন জাহান্নামীদের সবকিছু খেয়ে ধ্বংস করে ফেলবে। তারা সেখানে না পারবে মরতে, না পারবে বাঁচতে। জাহান্নামীদের চামড়া-গোশত পুড়িয়ে হাড্ডি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং পেটের ভেতরের সবকিছু বের করে ফেলবে।

Contents

জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।[৪৬] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِيْ الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِيْ الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ فِيْ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে আমার রব! আমার একাংশ অপরাংশকে ভক্ষণ করে নিচ্ছে। তখন আল্লাহ তাকে দু’টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দান করেন। একটি শীতকালে আর অপরটি গ্রীষ্মকালে। যার কারণে তোমরা প্রচণ্ড গরম ও ঠাণ্ডা অনুভব করে থাক’।[৪৭]

দুনিয়ার আগুনের চেয়ে আরো উনসত্তর গুণ বেশী তাপ সম্পন্ন জাহান্নামের আগুনে জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া হবে আর এই আগুনের তাপ কখনো প্রশমিত হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا-

---

৪৬. বুখারী হা/৩২৬৫, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/৩৪৬ পৃঃ; মুসলিম হা/২৮৪৩; মিশকাত হা/৫৬৬৫, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৬০ পৃঃ।

৪৭. বুখারী হা/৩২৬০, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/৩৪৫ পৃঃ; মুসলিম হা/৬১৭, মিশকাত হা/৫৯১।

‘অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করব’ *(সূরা নাবা ৭৮/৩০)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا-

‘যখনই উহা (জাহান্নামের আগুন) স্তিমিত হবে আমি তখনই তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দেব’ *(সূরা বানী ইসরাঈল ১৭/৯৭)*।

যার কারণে জাহান্নামীরা কখনো সামান্যটুকু বিশ্রামের অবকাশ পাবে না এবং তাদের থেকে শাস্তির কিছুই কমানো হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُوْنَ-

‘সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না’ *(সূরা বাকারহা ২/৮৬)*।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাহান্নামের অধিবাসী

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত বিধানকে অমান্যকারী বান্দাদের কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন জাহান্নাম। আর তাতে প্রস্তুত রেখেছেন শাস্তি প্রদানের যাবতীয় উপকরণ। নিম্নে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জাহান্নামের অধিবাসীদের মর্মান্তিক দৃশ্য তুলে ধরা হল।

জাহান্নামীদের আযাব শুরু হবে কখন থেকে?

মৃত্যুর পরে যখন মানুষকে দাফন করা হবে, তখন ফেরেশ্তা কর্তৃক প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে তাকে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে। জান্নাতী হলে কবরে জান্নাতের সুখ ভোগ করবে। আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। অতএব জাহান্নামীদের শাস্তি শুরু হবে কবর থেকেই। হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ، قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ قَبِيْحُ الْوَجْهِ قَبِيْحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلَ أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوْءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُوْلُ لَهُ مَنْ اَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُ بِالشَّرِّ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ–

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'লাশ কবরে রাখা হলে আত্মা তার দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন,

Contents

তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন তোমার দ্বীন কি? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। এসময় আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ডেকে বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার দিকে জাহান্নামের গরম হাওয়া আসতে থাকে। আর তার কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক দিকের পাজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট অতি কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট নোংরা বেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক এসে বলে, তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর। এদিন সম্পর্কে তোমাকে পৃথিবীতে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞেস করে তুমি কে? কি কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে! সে বলে আমি তোমার বদ আমল'।[৪৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِيْ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِيْ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَي النَّارِ، قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ اَعْمَى اَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيُضْرَبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلاَّ الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ–

'তার আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর দু'জন ফেরেশতা তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন

৪৮. আহমাদ হা/১৮৫৫৭; মিশকাত হা/১৬৩০; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/১৬৭৬।

কি? সে পুনরায় বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তারা ইশারা করে বলেন, এই লোকটি কে, যিনি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন? সে পুনরায় বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। তারপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তার দিকে জাহান্নামের গরম হাওয়া আসতে থাকে। এছাড়া তার জন্য তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া হয় যাতে তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকের পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে একটি লোহার হাতুড়ি থাকে। যদি এই হাতুড়ি দ্বারা কোন পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তাহলে পাহাড়ও ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে। আর সেই ফেরেশতা এ হাতুড়ি দ্বারা তাকে অতীব জোরে আঘাত করেন। আর সে আঘাতের চোটে এত জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের সব কিছুই তা শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির সাথে মিশে যায়। তারপর আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকে)'।[৪৯]

জাহান্নামীদেরকে যেভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য তাদের মুখমণ্ডল মাটিতে রেখে এবং পাঁ উপর দিকে উঠিয়ে তাদের গলায় বেড়ি ও শৃংখলিত করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوْا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ- قِيْلَ ادْخُلُوْا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ-

---

৪৯. আবুদাউদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৩১; বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) হা/১২৪; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/১৬৭৬।

Contents

‘আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন এর দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের বলবে, তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি রাসূলগণ আসেননি? যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলোকে তিলাওয়াত করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত। তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিল। কিন্তু কাফিরদের উপর আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হল। বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, তাতেই স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। অতএব অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট’ *(সূরা যুমার ৩৯/৭১-৭২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا- هَذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ-

‘সেদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। আর বলা হবে, এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে’ *(সূরা তূর ৫২/১৩-১৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا- إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيْرًا- وَإِذَا أُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا- لاَ تَدْعُوْا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَاحِدًا وَادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا-

‘আর যারা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি। দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুংকার। আর যখন তাদেরকে গলায় হাত পেঁচিয়ে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা নিজেদের ধ্বংসকে আহবান করবে। বলা হবে, একবার ধ্বংসকে ডেকো না; অনেকবার ধ্বংসকে ডাকো’ *(সূরা ফুরকান ২৫/১১-১৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ- إِذِ الْأَغْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُوْنَ- فِيْ الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِيْ النَّارِ يُسْجَرُوْنَ-

‘যারা অস্বীকার করে কিতাব ও যা সহ আমার রাসূলকে প্রেরণ করেছি তা, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখলিত থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে’ *(সূরা মু’মিন ৪০/৭০-৭২)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا-

‘ক্বিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, মুক ও বধির করে। আর তাদের আবাস স্থল জাহান্নাম। যখনই উহা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দেব’ *(সূরা বানী ইসরাইল ১৭/৯৭)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ- يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِيْ النَّارِ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ-

‘অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে উপুড় করে মুখের উপর ভর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সে দিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর’ *(সূরা ক্বামার ৫৪/৪৭-৪৮)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِيْ أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِيْ الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا-

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কাফিরদেরকে হাশরের মাঠে মুখের মাধ্যমে হাঁটিয়ে উপস্থিত করা হবে)। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুখের ভরে কাফিরদেরকে কিভাবে হাশরের ময়দানে উঠনো হবে? তিনি বললেন, দুনিয়াতে যে সত্তা দু’পায়ের উপর হাঁটান, তিনি কি ক্বিয়ামতের দিন মুখের ভরে হাঁটাতে পারবেন না? তখন ক্বাতাদাহ (রাঃ) বললেন, আমাদের প্রতিপালকের ইয্যতের কসম! অবশ্যই পারবেন।[৫০]

---

৫০. বুখারী হা/৬৫২৩, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৫২ পৃঃ; মুসলিম হা/২৮০৬; মিশকাত হা/৫৫৭৩।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُوْلُ إِنِّيْ وُكِّلْتُ بِثَلاَثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি ঘাড় বের হবে, যার দু'টি চোখ থাকবে যা দ্বারা দেখবে, দু'টি কান থাকবে যা দ্বারা শুনবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে যা দ্বারা সে বলবে, আমাকে তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অবাধ্য প্রতাপশালী, আল্লাহ্র সাথে শিরককারী এবং ছবী অংকনকারীদের জন্য।[৫১]

জাহান্নামীদের দেহের আকৃতি

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে বিশালাকৃতির দেহ দান করবেন। যেমন- তাদের এক কাঁধ থেকে অপর কাঁধের দূরত্ব হবে দ্রুতগামী ঘোড়ার তিন দিনের পথ, এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান, চামড়া হবে তিন দিনের পথ সমতুল্য পোর বা মোটা। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) সূত্রে নবী (ছাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফিরের দু'কাধের মাঝের দূরত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের ভ্রমণপথের সমান হবে।[৫২] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثٍ–

---

৫১. তিরমিযী হা/২৫৭৪; মিশকাত হা/৪৫০২; সিলসিলা ছহীহা হা/৫১২।
৫২. বুখারী হা/৬৫৫১, 'জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৬৪ পৃঃ।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কাফিরের এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান এবং শরীরের চামড়া হবে তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ মোটা।[৫৩]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الكَافِرِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ البَيْضَاءِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثٍ مِثْلُ الرَّبَذَةِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন কাফিরের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়সম বড়, রান বা উরু হবে বাইযা পাহাড়সম বিশাল এবং তার নিতম্বদেশ হবে রাবাযার মত তিন দিনের চলার পথের দূরত্ব পরিমাণ বিস্তৃত।[৫৪]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে কাফিরের শরীরের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ বিস্তৃত।[৫৫]

---

৫৩. মুসলিম হা/২৮৫১; মিশকাত হা/৫৬৭২, 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৬২ পৃঃ।

৫৪. তিরমিযী হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/৫৬৭৪, 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৬৩ পৃঃ; আলবানী সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহা হা/১১০৫।

৫৫. তিরমিযী হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/৫৬৭৫, 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৬৩ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/৩৬৮২।

জাহান্নামীদের চেহারা

আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের এমন কালো কুৎসিত চেহারায় পরিণত করবেন, যেন তা অন্ধকার রাত্রি সমতুল্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ–

‘সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ কালো হবে। যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, ঈমান আনায়নের পর কি তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করতে’*(সূরা আল-ইমরান ৩/১০৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوْا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ–

‘যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনরূপ মন্দ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে, আল্লাহ হতে তাদেরকে রক্ষা করার মত কেউ নাই, তাদের মুখমণ্ডল যেন রাত্রির অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারা অগ্নির অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে’ *(সূরা ইউনুস ১০/২৭)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ–

‘যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে, ক্বিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থান জাহান্নামে নয় কি? *(সূরা যুমার ৩৯/৬০)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَوُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ– تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ– أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ–

‘আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসরিত। তাদেরকে কালিমা অচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল’ *(সূরা আবাসা ৮০/৪০-৪২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَوُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ- تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ-

'আর সেদিন অনেক মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে পড়বে, তারা আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের প্রতি আপতিত হবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২৪-২৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ- عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ- تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً-

'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে' *(সূরা গাশিয়া ৮৮/২-৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ-

'আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে' *(সূরা মুমিনূন ২৩/১০৪)*।

জাহান্নামীদের খাদ্য

জাহান্নামীদের খাদ্য হিসাবে আল্লাহ তা'আলা যাক্কুম এবং কাঁটাযুক্ত এক প্রকার গাছ নির্ধারণ করেছেন। অথচ ইহা মুলত খাদ্য নয়। বরং ইহা জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়ার একটি উপকরণ মাত্র।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيْعٍ- لاَّ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِيْ مِن جُوْعٍ-

'তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না কাঁটাযুক্ত ফল ব্যতীত, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না' *(সূরা গাশিয়া ৮৮/৬-৭)*।

আয়াতে বর্ণিত (ضَرِيْعٍ) হচ্ছে এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ, যা হিজায-এ পাওয়া যায়।

উল্লিখিত কাঁটাযুক্ত গাছ জাহান্নামীগণ ভক্ষণ করবে। কিন্তু এতে তারা কোন স্বাদ অনুভব করবে না এবং শারীরিক কোন উপকারে আসবে না। অতএব এই খাদ্য তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ প্রদান করা হবে।

জাহান্নামীদের খাদ্য হিসাবে নির্ধারিত যাক্কুম সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ- طَعَامُ الْأَثِيْمِ- كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِيْ الْبُطُوْنِ- كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ-

‘নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীদের খাদ্য, গলিত তামার মত তাদের উদরে ফুটতে থাকবে। যেমন গরম পানি ফুটতে থাকে’ *(সূরা দুখান ৪৪/৪৩-৪৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ- إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِيْنَ- إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ- طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ- فَإِنَّهُمْ لَآكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ- ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيْمٍ- ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ-

‘আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয় না যাক্কুম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি ইহা সৃষ্টি করেছি বিপদস্বরূপ, এই বৃক্ষ উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে, ইহার মোচা যেন শয়তানের মাথা, তারা ইহা হতে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে ইহা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। আর অবশ্যই তাদের গন্তব্য হবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে’ *(সূরা ছাফফাত ৩৭/৬২-৬৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ. لَآكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّوْمٍ. فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ. فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ. فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

‘অতঃপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে, পরে তোমরা পান করবে উহার উপর গরম পানি, আর পান করবে পিপাষিত উটের ন্যায়। ক্বিয়ামতের দিন ইহাই হবে তাদের আপ্যায়ন *(সূরা ওয়াকিয়াহ ৫৬/৫১-৫৬)*।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, যাক্কুম বৃক্ষ যা আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের খাদ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন তা অতীব নিকৃষ্ট, যা উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। আর উহার ফল দেখতে কুৎসিত যা আল্লাহ

তা‘আলা শয়তানের মাথা সদৃশ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ জাহান্নামীদেরকে প্রচন্ড ক্ষুধা প্রদান করবেন। আর এই ক্ষুধার্থ জাহান্নামীদের খাদ্য হিসাবে কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ যাক্কুম প্রদান করবেন। প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন তারা এই যাক্কুম বৃক্ষ খাওয়ার চেষ্টা করবে তখন তাদের গলায় এমনভাবে আটকিয়ে যাবে যা নিচেও নামবে না বের হয়েও আসবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيْمًا- وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيْمًا-

‘আমার নিকট আছে শৃংখল ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকিয়ে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি’ *(সূরা মুযযাম্মিল ৭৩/১২-১৩)*।

জাহান্নামীদের পানীয়

জাহান্নামীরা তাদের জন্য নির্ধারিত কাঁটাযুক্ত গাছ খাওয়ার চেষ্টা করলে যখন তাদের গলায় আটকিয়ে যাবে তখন তারা আল্লাহ্র নিকটে পানি পানের আবেদন করবে। পান করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে এমন গরম পানি দান করবেন, যা জাহান্নামীরা পিপাসিত উটের ন্যায় পান করবে। অতঃপর তাদের নাড়িভুঁড়ি এমনভাবে ফুটতে থাকবে যেমনভাবে গরম তেল ফুটতে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِيْ الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا-

‘নিশ্চয়ই আমি যালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে দেওয়া হবে এমন পানি যা গলিত তামার মত, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কি নিকৃষ্ট পানীয়! আর কি মন্দ বিশ্রামস্থল!’ *(সূরা কাহফ ১৮/২৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ-

‘এবং যাদেরকে (জাহান্নামী) পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে’ *(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*।

অর্থাৎ যখন তারা তাদের জন্য নির্ধারিত ফুটন্ত পানি পান করবে তখন তাদের পেটের ভেতরের সবকিছুই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে বের হয়ে যাবে।

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের পানীয় হিসাবে নির্ধারণ করেছেন (غِسْلِينٍ) অর্থাৎ, জাহান্নামীদের শরীর নিঃসৃত রক্ত পুঁজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيْمٌ- وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنٍ- لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُوْنَ-

'অতএব এই দিন সেথায় তার কোন সহৃদ থাকবে না এবং কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত, যা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাবে না' *(সূরা হাক্কাহ ৬৯/৩৫-৩৭)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

هَذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ- وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ-

'ইহা সীমালংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি' *(সূরা ছাদ ৩৮/৫৭-৫৮)*।

আয়াতে বর্ণিত (غِسْلِيْنٍ) এবং (غَسَّاقٌ) একই অর্থ বহন করে। তা হলো, জাহান্নামীদের শরীর নিঃসৃত রক্ত পুঁজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ। অথবা বলা হয়ে থাকে যেনাকারী মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে দুর্গন্ধযুক্ত যা বের হয় তা। তিনি অন্যত্র বলেন,

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ- يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ-

'তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ, যা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং উহা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সর্বদিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে' *(সূরা ইবরাহীম ১৪/১৬-১৭)*।

অতএব উল্লিখিত আয়াত সমূহ থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, জাহান্নামীদের পানীয় হিসাবে আল্লাহ তা'আলা চার প্রকারের বস্তু নির্ধারণ করেছেন। যেমন-

১- حَمِيمٌ অর্থাৎ গরম পানি যার উত্তপ্ততা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যার পরে অধিক গরম করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ آنٍ তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। *(সূরা রহমান ৫৫/৪৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ 'তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে' *(সূরা গাশিয়াহ ৮৮/৫)*।

আয়াতে বর্ণিত (آنٍ) দ্বারা তাপের শেষ পর্যায়কে বুঝানো হয়েছে যার পরে অধিক গরম করা সম্ভব নয়।

২- غَسَّاقٌ অর্থৎ জাহান্নামীদের শরীর হতে গড়িয়ে পড়া রক্ত পুঁজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ। অথবা বলা হয়ে থাকে যেনাকারী মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে দুর্গন্ধযুক্ত যা বের হয় তা।

৩- صَدِيْدٍ অর্থাৎ জাহান্নামীদের গোশত এবং চামড়া নিঃসৃত পুঁজ।

৪- الْمُهْلِ অর্থাৎ গলিত তামা।

জাহান্নামীদের পোষাক-পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা'আলা পোষাক হিসাবে জাহান্নামীদের জন্য আগুন ও আলকাতরার তৈরী পোষাক নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন,

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ-

'যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক, আর তাদের মাথার উপর ঢালা হবে ফুটন্ত পানি' *(সূরা হজ্জ ২২/১৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِيْ الْأَصْفَادِ- سَرَابِيْلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ-

'সেই দিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়, আর তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল' *(সূরা ইবরাহীম ১৪/৪৯-৫০)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ-

আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (মৃতের জন্য) বিলাপ করে ক্রন্দনকারিণী তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ না করলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার তৈরী পোষাক এবং দস্তার তৈরী বর্ম পরিয়ে উঠানো হবে।[৫৬]

জাহান্নামীদের বিছানা-পত্র

জাহান্নামীদের বিছানা হিসাবে আল্লাহ তা'আলা আগুনের তৈরী বিছানা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِيْ الظَّالِمِيْنَ-

'তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের (আগুনের) বিছানা এবং তাদের উপরের থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন। আর এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিদান দেই' *(সূরা আ'রাফ ৭/৪১)*।

---

৫৬. মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/১৭২৭; সিলসিলা ছহীহা হা/১৯৫২।

Contents

জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তিলাভের ব্যর্থ চেষ্টা

আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর বিভিন্ন প্রকার অত্যন্ত ভয়ংকর শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, যা থেকে জাহান্নামীরা জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে মুক্তিলাভের চেষ্টা করবে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ-

‘যারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারো নিকট হতে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়-স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও কবুল করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে, এদের কোন সাহায্যকারী নাই’ *(সূরা আল-ইমরান ৩/৯১)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ-

‘যারা কুফরী করেছে ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তি লাভের জন্য বিনিময়-স্বরূপ দুনিয়ায় যা কিছু আছে তাদের তার সমস্তই থাকে এবং তার সহিত সমপরিমাণ আরও থাকে তবুও তাদের নিকট হতে তা গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে’ *(সূরা মায়িদা ৫/৩৬)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِيْ النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ...-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে দুনিয়ার সর্বাধিক মালদার-সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে ঢুকিয়ে তোলা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও আরাম-আয়েশ দেখেছ? পূর্বে কখনও তোমার নে‘আমতের সুখ অর্জিত

হয়েছিল? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম, হে পরওয়ারদেগার! (আমি কখনও সুখ ভোগ করিনি)...।[৫৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِيْ الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ، فَيَقُوْلُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِيْ صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও সহজতর শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহলে তুমি কি সমূদয়ের বিনিময়ে এই আযাব হতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আদমের ঔরসে থাকাকালে এর চাইতেও সহজতর বিষয়ের আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, আমার সহিত কাউকে শরীক কর না, কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার সহিত শরীক করেছ।[৫৮]

অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির তারতম্য

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কোন বান্দার উপর যুলুম করবেন না, বিধায় তিনি জাহান্নামকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন এবং স্তরভেদে আযাবের তারতম্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِيْ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ-

‘নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে’ *(সূরা নিসা ৪/১৪৫)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ-

‘এবং যেদিন ক্বিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে ফির‘আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে’ *(সূরা মু’মিন ৪০/৪৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

---

৫৭. মুসলিম হা/২৮০৭; মিশকাত হা/৫৬৬৯, ‘জাহান্নাম ও তার অধিবাসিদের বর্ণনা’ অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৬১ পৃঃ।

৫৮. বুখারী হা/৬৫৫৭, ‘জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ’ অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৬৫ পৃঃ; মুসলিম হা/২৮০৫; মিশকাত হা/৫৬৭০।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ-

‘যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধাদান করে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করে’ *(সূরা নাহল ১৬/৮৮)*।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ হতে প্রতীয়মাণ হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা মানুষের পাপ-এর কম-বেশীর কারণে জাহান্নামের শাস্তি কম-বেশী করবেন। যার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছ,

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ-

সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হবে, জাহান্নামের আগুন তার পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে। তাদের মধ্যে কারো হাঁটু পর্যন্ত আগুন পৌঁছবে, কারো কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো গর্দান পর্যন্ত পৌঁছবে।[৫৯]

জাহান্নামীদের গাত্রচর্ম দগ্ধকরণ

আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের তিন দিনের পথ সমপরিমাণ পোর বা মোটা চামড়াকে দুনিয়ার অগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী তাপ সম্পন্ন জাহান্নামের আগুন দ্বারা ভাজা-পোড়া করবেন। চামড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেলে পুনরায় নতুন চামড়া তৈরী করে পোড়াবেন। এইভাবে অনবরত পোড়াতে থাকবেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوْا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا-

---

৫৯. মুসলিম হা/২৮৪৫; মিশকাত হা/৫৬৭১, ‘জাহান্নাম ও তার অধিবাসিদের বর্ণনা’ অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৬২ পৃঃ।

‘যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করবই, যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই তার স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’ *(সূরা নিসা ৪/৫৬)*।

মাথায় গরম পানি ঢেলে শাস্তি প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের মাথার উপর এমন গরম পানি ঢেলে শাস্তি প্রদান করবেন যার পরে অধিক গরম করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ- يُصْهَرُ بِهِ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ-

‘যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক, আর তাদের মাথার উপর ঢালা হবে ফুটন্ত পানি, যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে’ *(সূরা হজ্জ ২২/১৯-২০)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوْسِهِمْ فَيَنْفُذُ الحَمِيْمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِيْ جَوْفِهِ، حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ-

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মাথায় গরম পানি ঢালা হবে, এমনকি তা পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে, ফলে পেটের ভিতরে যাকিছু আছে সমস্ত কিছু বিগলিত হয়ে পায়ের দিক দিয়ে নির্গত হবে। (কুরআনে বর্ণিত) الصَّهْرُ দ্বারা ইহাই বুঝানো হয়েছে। পুনরায় তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে (পুনরায় উহা ঢালা হবে এমনিভাবে শাস্তির প্রক্রিয়া চলতে থাকবে)।[৬০]

---

৬০. তিরমিযী হা/২৫৮২, মিশকাত হা/৫৬৭৯, ‘জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা’ অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৬৪ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহা হা/৩৪৭০।

মুখমণ্ডল দগ্ধকরণ

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষকে একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুখমণ্ডলকে দান করেছেন সর্বাপেক্ষা বেশী মর্যাদা। যার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুখমণ্ডলে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না করে তাঁর নাফরমানী করবে তাদের মুখমণ্ডলের মর্যাদাকে ধূলায় ধূসরিত করে সর্বপ্রথম মুখমণ্ডলকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِيْ النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

'যে কেহ অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে' *(সূরা নামল ২৭/৯০)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لاَ يَكُفُّوْنَ عَنْ وُجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَن ظُهُوْرِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُوْنَ-

'হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না' *(সূরা আম্বিয়া ২১/৩৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ-

'অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায়' *(সূরা মু'মিনুন ২৩/১০৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ-

'তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল' *(সূরা ইবরাহীম ১৪/৫০)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيْلَ لِلظَّالِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ-

'যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার মত যে নিরাপদ? সীমালংঘনকারীদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর' *(সূরা যুমার ৩৯/২৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِيْ النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ-

'যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা হবে সে দিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম'! *(সূরা আহযাব ৩৩/৬৬)*।

জাহান্নামীরা আগুনের বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকবে

কাফিরগণ যারা জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী, তাদের পাপ যেমন তাদেরকে বেষ্টন করে আছে, জাহান্নামের আগুন তেমনি তাদেরকে বেষ্টন করে থাকবে। সেখান থেকে তাদের পালানোর কোনই পথ থাকবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের কথার জাবাবে বলেন,

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

'হাঁ, যারা পাপকর্ম করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে তারাই অগ্নিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে' *(সূরা বাক্বারাহ ২/৮১)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ-

'তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও (হবে জাহান্নামের)' *(সূরা আ'রাফ ৭/৪১)*।

Contents

আয়াতে বর্ণিত (مِهَادٌ) যা নীচ দিক হতে আচ্ছাদন করে। আর (غَوَاشٍ) যা উপর দিক হতে আচ্ছাদন করে। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন জাহান্নামীদের উপর এবং নীচ হতে আচ্ছাদন করবে।

যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

‘সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছাদন করবে উপর এবং পাঁয়ের নীচ হতে এবং তিনি বলবেন, তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর’ *(সূরা আনকাবুত ২৯/৫৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُوْنِ-

‘তাদের জন্য তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন আর তাদের নিচের দিকেও থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন; এদ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান। ‘হে আমার বান্দারা, আমাকেই ভয় কর’ *(সূরা যুমার ৩৯/১৬)*।

অতএব জাহান্নামীগণ তাদের চতুর্দিক হতে আগুন দ্বারা বেষ্টিত থাকবে। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ-

‘জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে বেষ্টন করে আছে’ *(সূরা তাওবা ৯/৪৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِيْ الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا-

‘আর বল, সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরী করে। নিশ্চয়ই আমি যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। যদি তারা পানি চায়, তবে তাদেরকে দেওয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মত, যা চেহারাগুলো ঝলসে দেবে। কি নিকৃষ্ট পানীয়! আর কি মন্দ বিশ্রামস্থল!’ *(সূরা কাহফ ১৮/২৯)*।

জাহান্নামের আগুন জাহান্নামীদের হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামীগণ দেহ অবয়বে বিশাল আকৃতির অধিকারী হবে। এই বিশাল আকৃতির দেহ জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। এমনকি হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত আগুন পৌঁছে যাবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ- لاَ تُبْقِيْ وَلاَ تَذَرُ- لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ-

‘আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ, তুমি কি জান সাকার কি? উহা তাদেরকে জীবিত অবস্থায় রাখবে না ও মৃত অবস্থায় ছেড়েও দেবে না। ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে’ *(সূরা মুদ্দাছছির ৭৪/২৬-২৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِيْ الْحُطَمَةِ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ- نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ- الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ-

‘কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। তুমি কি জান হুতামা কি? ইহা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে’ *(সূরা হুমাযাহ ১০৪/৪-৭)*।

অতএব আগুন জাহান্নামীদের হাড্ডি, গোশত, মস্তিষ্ক সব খেয়ে ফেলবে, তবুও তারা মৃত্যুবরণ করবে না। যখনই আগুন দেহের সবকিছু খেয়ে ফেলবে তখনই পুনরায় তা নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এইভাবে অনবরত শাস্তি চলতে থাকবে। আল্লাহ আমাদের তা থেকে হেফাযত করুন। আমীন!

জাহান্নামীরা তাদের নাড়িভুঁড়ির চারপার্শ্বে গাধার ন্যায় ঘুরতে থাকবে

জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদের পেট হতে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর তারা তাদের নাড়িভুঁড়ির চারপার্শ্বে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা চাকা ঘুরিয়ে গম পিষে থাকে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال... يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِيْ النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِيْ النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ-

উসামাহ ইবনে যাইদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন- গাধা চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম।[৬১]

আর যারা জাহান্নামের মধ্যে তাদের নাড়িভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে তাদের মধ্যে একজন হল আমর ইবনু লুহাই, যে সর্বপ্রথম আরবে দ্বীনের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

---

৬১. বুখারী হা/৩২৬৭, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/৩৪৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৫১৩৯।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِيْ النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি আমর ইবনু আমির ইবনে লুহাই খুযআহ্কে তার বহির্গত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলাফেরা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি যে সা-য়্যিবাহ্[৬২] উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলন করে।[৬৩]

জাহান্নামীদেরকে গলায় লোহার শিকল দিয়ে আগুনের মধ্যে বেঁধে রাখা হবে

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে তাদের গলায় লোহার শিকল দিয়ে এমনভাবে বেঁধে রাখবেন, যেখান থেকে পালানোর কোনই সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلاَسِلَ وَأَغْلاَلاً وَسَعِيْرًا-

'আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃংখল, বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি' *(সূরা দাহার ৭৬/৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيْمًا- وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيْمًا-

'আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকিয়ে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি' *(সূরা মুযযাম্মিল ৭৩/১২-১৩)*।

আয়াতে বর্ণিত (أَغْلاَلاً) অর্থ : বেড়ী, যা গলায় পরানো হয়। যেমন- পশুর গলায় বেড়ি পরানো হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৬২. *সা-য়্যিবাহ বলা হয় ঐ পশুকে যা মুর্তির নামে উৎসর্গ করা হয়, যার পিঠে আরোহণ করা, দুগ্ধ দহণ করা, যবেহ করা সবকিছুই হারাম করা হয়।*

৬৩. *বুখারী হা/৩৫২১, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/৪৭৬ পৃঃ।*

Contents

وَجَعَلْنَا الْأَغْلاَلَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

‘আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরাব। তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেওয়া হবে’ *(সূরা সাবা ৩৪/৩৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

إِذِ الْأَغْلاَلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُوْنَ-

‘যখন তাদের (জাহান্নামীদের) গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, আর উহাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে’ *(সূরা মুমিন ৪০/৭১)*।

এবং আয়াতে বর্ণিত (أَنْكَالاً) অর্থ : শৃংখলিত করা বা বেঁধে রাখা। যেমন- পশুকে বেঁধে রাখা হয়।

তিনি অন্যত্র বলেন,

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ- ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ- ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ- إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ- وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ-

বলা হবে, ‘তাকে ধর এবং তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে তোমরা নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। আবার তাকে বাঁধ এমন এক শিকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর গজ। নিশ্চয়ই সে তো মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না’ *(সূরা হাক্কাহ ৬৯/৩০-৩৪)*।

আর জাহান্নামীদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা প্রস্তুত রেখেছেন লোহার আকড়শি। জাহান্নামের কঠিন যন্ত্রণা-কাতর হয়ে যখন জাহান্নামীগণ তা হতে বের হওয়ার চেষ্টা করবে তখন এই আকড়শিগুলো তাদেরকে টেনে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ- كُلَّمَا أَرَادُوْا أَن يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ-

‘এবং উহাদের জন্য থাকবে লোহার মুদগর। যখনই উহারা যন্ত্রণা-কাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে উহাতে, আর তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদন কর দহন যন্ত্রণা’ *(সূরা হজ্জ ২২/২১-২২)*।

বাতিল মা‘বুদরা তাদের অনুসারীদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে

মানুষ আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে যাদেরকে মা‘বুদ অথবা অসীলা বা সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে, ক্বিয়ামতের দিন সে সকল বাতিল মা‘বুদরা তাদের অনুসারীদের কোনই উপকার করতে পারবে না। বরং তারা তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا- كَلاَّ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا-

‘তারা আল্লাহ ব্যতীত বহু মা‘বুদ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের সাহায্যকারী হতে পারে। কখনই নয়, তারা তাদের ইবাদাতের কথা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে’ *(সূরা মারইয়াম ১৯/৮১-৮২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ- فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِيْنَ-

‘আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা শির্ক করেছে তাদেরকে বলব, তোমরা ও তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর আমি তাদেরকে আলাদা করে দিব। তখন তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না। সুতরাং আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আমরা নিশ্চয়ই

তোমাদের ইবাদাত সম্পর্কে গাফেল ছিলাম (জানতাম না)' *(সূরা ইউনুস ১০/২৮-২৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ- وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ-

'অনুসরণীয় ব্যক্তিরা যখন অনুসরণকারীদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন অনুসারীরা বলবে, কতইনা উত্তম হতো! যদি আমাদেরকে দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। তাহলে আমরাও তাদের থেকে তেমনি অব্যাহতি নিতাম, যেমন তারা আমাদের থেকে অব্যাহতি নিয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখাবেন তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ। আর তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না' *(সূরা বাকারাহ ২/১৬৬-১৬৭)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ- قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ- وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُوْنَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلاَلَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'তুমি যদি পাপিষ্ঠদের দেখতে! যখন তাদেরকে পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটা-কাটি করবে। যাদেরকে দূর্বল

মনে করা হত, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। অহংকারীরা দূর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে হেদায়াত আসার পরে আমরা কি তোমাদেরকে বাঁধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী! দূর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে, যেন আমরা আল্লাহ্কে অস্বীকার করি এবং তাঁর সমকক্ষ স্থির করি। আর তারা যখন আযাব দেখবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে। আর আমি কাফিরদের গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দেব। তারা যা করত কেবল তারই প্রতিফল তাদেরকে দেওয়া হবে' *(সূরা সাবা ৩৪/৩১-৩৩)*।

কাফেরের সাহায্যে তাদের দেবতার অক্ষমতা

আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী কাফেরেরা যে আশায় গায়রুল্লাহর ইবাদত করে, সে সকল দেবতা পরকালে কোনই উপকার করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقِيلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ–

'আর বলা হবে, তোমরা তোমাদের দেবতাগুলোকে ডাক, অতঃপর তারা তাদেরকে ডাকবে, তখন তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে। হায়! এরা যদি সৎপথ প্রাপ্ত হত' *(সূরা কাছাছ ২৮/৬৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا– وَرَأَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا–

'আর যেদিন তিনি বলবেন, তোমরা ডাক আমার শরীকদের, যাদেরকে তোমরা (শরীক) মনে করতে। অতঃপর তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা

তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর আমি তাদের মাঝে রেখে দেব ধ্বংসস্থল। আর অপরাধীরা আগুন দেখবে, অতঃপর তারা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, নিশ্চয়ই তারা তাতে নিপতিত হবে এবং তারা তা থেকে বাঁচার কোন পথ খুঁজে পাবে না' *(সূরা কাহাফ ১৮/৫২-৫৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ-

'আর নিশ্চয়ই তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, যেরূপ আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম এবং আমি তোমাদেরকে যা দান করেছিলাম, তা তোমরা ছেড়ে এসেছ তোমাদের পিঠের পেছনে। আর আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদেরকে তোমরা মনে করেছিলে যে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের মধ্যে (আল্লাহ্‌র) অংশীদার। অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক। আর তোমরা যা ধারণা করতে, তা তোমাদের হতে হারিয়ে গেছে' *(সূরা আন'আম ৬/৯৪)*।

জাহান্নামীরা এবং তাদের মা'বূদরা একত্রে জাহান্নামে অবস্থান করবে

কাফির-মুশরিকগণ আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যেই মা'বূদদের সম্মান করে, তাদের ইবাদত করে এবং তাদের পথেই নিজেদের জান-মাল বিলিয়ে দেয়। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং তাদের ইবাদতকারীদেরকে এক সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের অক্ষমতা প্রমাণ করবেন। তখন তারা জানতে পারবে যে, তারা দুনিয়াতে ছিল পথভ্রষ্ট এবং তারা এমন কিছুর ইবাদত করত যারা কোন উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে সক্ষম নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ- لَوْ كَانَ هَؤُلاَءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

‘তোমরা এবং আল্লাহ তা‘আলার পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সকলেই উহাতে প্রবেশ করবে। যদি উহারা ইলাহ হতো তাহলে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না, তাদের সকলেই উহাতে স্থায়ী হবে’ *(সূরা আম্বিয়া ২১/৯৮-৯৯)*।

ইবনে রজব (রহঃ) বলেছেন, কাফিরগণ যখন আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন মা’বূদের ইবাদত করে, আর বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট শাফা‘আত করবে এবং তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার নিকটবর্তী করবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা কাফির এবং তাদের মা‘বূদগণকে এক সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন। আর তারা যাদের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে তারা পরস্পরে জাহান্নামের শাস্তির সঙ্গী হয়ে তীব্র ব্যাথা অনুভব করবে এবং আফসোস করতে থাকবে[৬৪]।

আর এই কারণেই আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন চন্দ্র এবং সূর্যের ইবাদতকারীদের ভর্ৎসনা করার জন্য এতদ্ব উভয়কে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ الْحَسَنُ مَا ذَنْبُهُمَا؟ فَقَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ الْحَسَنُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে দুটি পনিরের আকৃতি বানিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন হাসান বাছরী জিজ্ঞেস করলেন, তাদের অপরাধ কি? জবাবে আবু হুরায়রাহ বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ) হতে এ ব্যাপারে যাকিছু শুনেছি, তাই বর্ণনা করলাম। এই কথা শুনে হাসান বাছরী নীরব হয়ে গেলেন।[৬৫]

---

৬৪. হাফেয আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী, আত-তাখবীফ মিনান নার ওয়াত তা‘রীফ বিদ্বারে আহলিল বাওয়ার ১০৫ পৃঃ, আল-মাকতাবাহ্ আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত।

৬৫. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৬৯২, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৬৯ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহা হা/১২৪।

অতএব জাহান্নামীদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে তাদের মা‘বূদদের সাথে এক সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ- وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ- حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ- وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيْ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ-

‘যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত। কত নিকৃষ্ট সহচর সে! আর আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে, তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক’ *(সূরা যুখরুফ ৪৩/৩৬-৩৯)*।

জাহান্নামীদের অপমান, আফসোস এবং নিজেদের ধ্বংস কামনা

যখন জাহান্নামীরা তাদের অবস্থানস্থল অবলোকন করবে তখন তারা কঠিনভাবে লজ্জিত হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَسَرُّوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ-

‘এবং তারা লজ্জা গোপন করবে, যখন তারা আযাব দেখবে এবং তাদের মাঝে ন্যায়ভিত্তিক ফায়ছালা করা হবে। আর তারা যুলমের স্বীকার হবে না’ *(সূরা ইউনুস ১০/৫৪)*।

আর যখন তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে অর্পন করা হবে এবং তারা তাদের কুফরী ও শিরকের পাপ আমলনামায় লিপিবদ্ধ দেখবে, তখন তারা নিজেদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ- فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُوْرًا- وَيَصْلَىٰ سَعِيْرًا-

‘আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পেছনের দিকে দেওয়া হবে, সে ধ্বংস আহ্বান করতে থাকবে। আর সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।’ *(সূরা ইনশিকাক ৮৪/১০-১২)*।

আর যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা পুনরায় নিজেদের ধ্বংস অহবান করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِذَا أُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا- لاَّ تَدْعُوْا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَاحِدًا وَادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا-

‘আর যখন তাদেরকে গলায় হাত পেঁচিয়ে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা নিজেদের ধ্বংসকে আহবান করবে। (তখন বলা হবে) ‘একবার ধ্বংসকে ডেকো না; বরং আরো অনেকবার ধ্বংসকে ডাকো’ *(সূরা ফুরকান ২৫/১৩-১৪)*।

অতঃপর যখন জাহান্নামের কঠিন শাস্তি তাদেরকে ঘিরে ধরবে তখন তারা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে পুনরায় দুনিয়ায় এসে সৎ আমল করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ-

‘আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব। (আল্লাহ বলবেন), আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের নিকট তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর, আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই’ *(সূরা ফাতির ৩৫/৩৭)*।

সেই দিন জাহান্নামীরা তাদের ভ্রষ্টতা, কুফরী এবং জ্ঞান শূন্যতার কথা স্বীকার করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ-

‘আর তারা বলবে, ‘যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত অগ্নির অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না’ *(সূরা মুলক ৬৭/১০)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

قَالُوْا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ-

‘তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব! আপনি আমাদের দু’বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু’বার জীবন দিয়েছেন। অতঃপর আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব (জাহান্নাম থেকে) বের হবার কোন পথ আছে কি’? *(সূরা মু’মিন ৪০/১১)*।

কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করবেন এবং তাদের সমুচীত জবাব দিবেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ- رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُوْنَ- قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُوْنِ-

‘তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল, আর আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট। হে আমাদের রব! এ থেকে আমাদেরকে বের করে দিন, তারপর যদি আমরা ফিরে যাই তবে অবশ্যই আমরা হব যালিম।’ আল্লাহ বলবেন, ‘তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই থাক, আর আমার সাথে কথা বল না’ *(সূরা মু’মিনুন ২৩/১০৬-১০৮)*।

আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের উপর তার ওয়াদা সম্পূর্ণ করবেন, এক্ষেত্রে তাদের ফরিয়াদ কোন কাজে আসবে না এবং তাদের পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْ رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُوْنَ- وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ- فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

‘আর যদি তুমি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে মাথানত হয়ে থাকবে। (বলবে) হে আমাদের রব! আমরা দেখেছি ও শুনেছি, কাজেই আমাদেরকে পুনরায় পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। নিশ্চয়ই আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী। আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করতাম। কিন্তু আমার কথাই সত্যে পরিণত হবে যে, ‘নিশ্চয়ই আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব’। কাজেই তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতকে যে ভুলে গিয়েছিলে, তার স্বাদ তোমরা আস্বাদন কর। নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি, আর তোমরা যা করতে, তার জন্য তোমরা চিরস্থায়ী আযাব ভোগ কর’ *(সূরা সাজদাহ ৩২/১২-১৪)*।

জাহান্নামীরা তাদের আবেদনে নিরাশ হয়ে জাহান্নামের প্রহরীগণের নিকট আসবে এবং কিছুটা হলেও শাস্তি কমানোর জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট সুপারিশ করার আবেদন করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِيْ النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ- قَالُوْا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا بَلَى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ-

‘আর যারা জাহান্নামে থাকবে তারা জাহান্নামের দারোয়ানদেরকে বলবে, ‘তোমাদের রবকে একটু ডাকো না! তিনি যেন একটি দিন আমাদের আযাব লাঘব করে দেন।’ তারা বলবে, ‘তোমাদের নিকট কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে, ‘হ্যাঁ’ অবশ্যই। দারোয়ানরা বলবে, ‘তবে তোমরাই দো’আ কর। আর কাফিরদের দো‘আ কেবল নিষ্ফলই হয়’ *(সূরা মু’মিন ৪০/৪৯-৫০)*।

অবশেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নিজেদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট আবেদন করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ-

‘তারা চিৎকার করে বলবে, ‘হে মালিক! তোমার রব যেন আমাদেরকে শেষ করে দেন!’ সে বলবে, ‘নিশ্চয়ই তোমরা অবস্থানকারী হবে’ *(সূরা যুখরুফ ৪৩/৭৭)*।

অতএব, জাহান্নামীদের সকল আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হবে। তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের কোন পথ থাকবে না, এমনকি শাস্তি হতে সামান্যটুকুও কমানো হবে না এবং তাদেরকে ধ্বংসও করা হবে না। বরং তাদের উপর জাহান্নামের শাস্তি চিরস্থায়ী হবে। আর তাদেরকে বলা হবে,

فَاصْبِرُوْا أَوْ لاَ تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

‘তোমরা ধৈর্য ধারণ কর বা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান; তোমাদেরকে তো কেবল তোমাদের আমলের প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে’ *(সূরা তূর ৫২/১৬)*।

শেষ পর্যন্ত যখন তাদের কোন চেষ্টাই কাজে আসবে না তখন তারা এমনভাবে কাঁদতে থাকবে যে, কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি শুকিয়ে পানির পরিবর্তে চোখ দিয়ে রক্ত নির্গত হতে থাকবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُوْنَ حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِيْ دُمُوْعِهِمْ لَجَرَتْ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ الدَّمَ يَعْنِيْ مَكَانَ الدَّمْعِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই জাহান্নামবাসীরা এমনভাবে কাঁদতে থাকবে যে তাদের চোখের পানিতে নৌকা চালালে তা চলবে এবং তারা রক্ত কান্না করবে, অর্থাৎ চোখের পানির স্থানে রক্ত নির্গত হবে।[৬৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، فَيَبْكُوْنَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ، ثُمَّ يَبْكُوْنَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيْرَ فِيْ وُجُوْهِهِمْ كَهَيْئَةِ الأُخْدُوْدِ، لَوْ أُرْسِلَتْ فِيْهِ السُّفُنُ لَجَرَتْ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামবাসীদের উপর কান্না প্রেরণ করা হবে। তারা অনবরত কাঁদতে থাকবে, এমনকি চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তারা রক্ত কান্না করবে। শেষ পর্যন্ত তাদের চেহারা আছহাবুল উখদুদ (গর্তের অধিপতিদের) চেহারা সদৃশ হবে। যদি (তাদের চোখের পানিতে) নৌকা চালানো হয় তাহলে তা চলবে।[৬৭]

আর কাঁদতে কাঁদতে আফসোস করতে থাকবে এবং তারা যাদের অনুসরণ করত তাদের কঠোর শাস্তি কামনা করবে।

---

৬৬. মুসতাদরাক হাকিম হা/৮৭৯১; আলবানী, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহা হা/১৬৭৯।
৬৭. ইবনু মাজাহ হা/৪৩২৪, আলবানী, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহা হা/১৬৭৯।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ- وَقَالُوْا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ- رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا-

'যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেওয়া হবে, তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম! তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদেরকে বেশী করে লা'নত করুন' *(সূরা আহযাব ৩৩/৬৬-৬৮)*।

জাহান্নামের সবচেয়ে সহজতর শাস্তি

হাদীছে এসেছে,

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ-

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা লঘু আযাব হবে, যার দু'পায়ের তলায় দু'টি প্রজ্জ্বলিত আঙ্গার রাখা হবে। এতে তার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যেমন- ডেক বা কলসী ফুটতে থাকে।[৬৮]

অন্য হাদীছে এসেছে,

---

৬৮. বুখারী হা/৬৫৬২, 'জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৬৭ পৃঃ; মুসলিম হা/২১৩; মিশকাত হা/৫৬৬৭।

Contents

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِيْ الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا-

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের ফিতাসহ দু'খানা জুতা পরান হবে, এতে তার মগয এমনভাবে ফুটতে থাকবে, যেমনভাবে তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে ধারণা করবে, তার অপেক্ষা কঠিন আযাব কেহ ভোগ করছে না, অথচ সে হবে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।[৬৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِيْ الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِى بِهِ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ، فَيَقُوْلُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِيْ صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ আযাবের জাহান্নামীকে বলবেন, যদি তোমার নিকট পৃথিবীর কিছু থাকত তাহলে তুমি কি তার বিনিময়ে পরিত্রাণ পেতে চাইতে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমার নিকট থেকে এর চেয়েও সহজ জিনিস চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠে ছিলে। আর তা হল, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করে আমার সাথে শিরক করেছ।[৭০]

---

৬৯. মুসলিম হা/২১৩; মিশকাত হা/৫৬৬৭, 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসিদের বর্ণনা' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৬১ পৃঃ।
৭০. বুখারী হা/৩৩৩৪; মুসলিম হা/২৮০৫; মিশকাত হা/৫৬৭০।

জাহান্নামের সবচেয়ে সহজতর শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আপন চাচা আবু ত্বালেবকে জাহান্নামের সবচেয়ে সহজ আযাব প্রদানের লক্ষ্যে তার দু'পায়ে আগুনের জুতা পরানো হবে। তখন তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِيْ مِنْهُ دِمَاغُهُ–

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁর কাছে তাঁর চাচা আবু ত্বালিব সম্পর্কে উল্লেখ করা হল। তখন তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত সম্ভবত তার উপকারে আসবে। আর তখন তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে রাখা হবে যা পায়ের গিরা পর্যন্ত পৌঁছবে। তাতে তার মাথার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে।[৭১]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُوْ طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে সহজ আযাবের জাহান্নামী হবে আবু ত্বালেব। তিনি দু'পায়ে দু'টি জুতা পরিহিত হবেন, যার ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।[৭২]

জাহান্নামীদের সংখ্যা

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন-ইসলামকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে যারা ইসলামকে স্বীকার করে তারাও শতধা বিভক্ত। বিভিন্ন তরিকা ও মাযহাবের বেড়াজালে নিজেকে আবদ্ধ রেখে

---

৭১. বুখারী হা/৩৮৮৫, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/৬২৮ পৃঃ; মুসলিম হা/২১০।
৭২. মুসলিম হা/২১২; মিশকাত হা/৫৬৬৮।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আক্বীদাহ থেকে বিচ্যুত হয়ে বাতীলদের আক্বীদাহ গ্রহণ করেছে। সুতরাং প্রকৃত মুসলিমের সংখ্যা অতিব নগন্য। যার কারণে জান্নাতীদের তুলনায় জাহান্নামীদের সংখ্যা অনেক বেশী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ-

'তুমি আকাঙ্খা করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয়' *(সূরা ইউসুফ ১২/১০৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ إِلاَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

'নিশ্চয়ই তাদের ব্যাপারে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে মু'মিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল' *(সূরা সাবা ৩৪/২০)*।

আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে বলেন,

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ-

'তোমাকে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করত তাদের দিয়ে নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব' *(সূরা ছাদ ৩৮/৮৫)*।

অতএব প্রত্যেক কাফিরই জাহান্নামের আধিবাসী। আর আদম সন্তানের অধিকাংশই কাফির। যেমন- অনেক নবী-রাসূলগণের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কারো অনুসারী ছিল ১০ জনের কম, আবার কারো দুই অথবা একজন, এমনকি কারো কোন অনুসারীই ছিল না।

যেমন- হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, আমার সামনে (পূর্ববর্তী নবীগণের) উম্মাতদের পেশ করা হল। (আমি দেখলাম) একজন নবী যাচ্ছেন, তাঁর সাথে আছে মাত্র একজন লোক এবং আর একজন নবী যার সাথে আছে দু'জন লোক। অন্য একজন নবী দেখলাম, তাঁর সাথে আছে একটি দল, আর একজন নবী, তাঁর সাথে কেউ নেই।[৭৩]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ قَالَ يَقُوْلُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَذَاكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلُ اللهِ أَيُّنَا الرَّجُلُ قَالَ أَبْشِرُوْا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَلْفٌ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ فِيْ يَدِهِ إِنِّيْ لأَطْمَعُ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ فِيْ يَدِهِ إِنِّيْ لأَطْمَعُ أَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِيْ الأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوِ الرَّقْمَةِ فِيْ ذِرَاعِ الْحِمَارِ-

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ আদমকে ডেকে বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, আমি তোমার খিদমতে হাযির। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামীদের (নিক্ষেপ করার জন্য) বের কর। আদম (আঃ) বলবেন, কি পরিমাণ জাহান্নামী বের করব? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। আর এটা ঘটবে ঐ সময়, যখন (ক্বিয়ামতের ভয়াবহতায়) শিশু বুড়িয়ে যাবে। (আয়াত) : আর প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত

---

৭৩. বুখারী হা/৫৭৫২, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/৩৪৫ পৃঃ।

করে ফেলবে, আর মানুষকে দেখবে মাতাল, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি বড়ই কঠিন (যার কারণে তাদের ঐ অবস্থা ঘটবে)- *(সূরা হাজ্জ ২২/২)*। এ ব্যাপারটি ছাহাবায়ে কেরামের নিকট বড় কঠিন মনে হল। তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে থেকে (মুক্তি প্রাপ্ত) সেই লোকটি কে হবেন? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, ইয়াজুয ও মা'জুয থেকে এক হাজার আর তোমাদের হবে একজন। এরপর তিনি বললেন, সপথ ঐ সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা 'আলহামদুলিল্লাহ' ও আল্লাহু আকবার' বলে উঠলাম। তিনি আবার বললেন, সপথ ঐ সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। অন্য সব উম্মাতের তুলনায় তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কাল ষাঁড়ের চামড়ার একটি সাদা চুলের মত। অথবা সাদা দাগ, যা গাধার সামনের পায়ে হয়ে থাকে।[৭৪]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَسِيْرٍ، فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِيْ السَّيْرِ، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ} فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ أَصْحَابُهُ عَرَفُوْا أَنَّهُ قَوْلٌ يَقُوْلُهُ، فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمٍ ذَاكُمْ؟ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ ذَلِكَ يَوْمٌ يُنَادِيْ اللهُ فِيْهِ يَا آدَمُ ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ فَيَقُوْلُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ فِيْ النَّارِ وَوَاحِدٌ فِيْ الْجَنَّةِ، فَأَبْلَسَ الْقَوْمُ حَتَّى مَا أَوْضَحُوْا بِضَاحِكَةٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ

৭৪. বুখারী হা/৬৫৩০, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশান্স) ৬/৫৪ পৃঃ; মুসলিম হা/২২২; মিশকাত হা/৫৫৪১।

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ بِأَصْحَابِهِ، قَالَ اعْمَلُوْا وَأَبْشِرُوْا، فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيْقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلاَّ كَثَّرَتَاهُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ وَبَنِيْ إِبْلِيْسَ، قَالَ فَسُرِّيَ عَنِ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِيْ يَجِدُوْنَ، فَقَالَ اعْمَلُوْا وَأَبْشِرُوْا فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِيْ النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّامَةِ فِيْ جَنْبِ الْبَعِيْرِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِيْ ذِرَاعِ الدَّابَّةِ–

ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তাঁর ছাহাবীগণ দ্রুতগতিতে চলছিলেন। হঠাৎ করে তিনি উচ্চস্বরে আয়াত দু'টি পাঠ করেন। (হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিনী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়। তবে আল্লাহ্র আযাবই কঠিন) *(সূরা হজ্জ ২২/১-২)*। ছাহাবায়ে কেরামের কানে এ শব্দ পৌঁছা মাত্রই সবাই তাঁদের সওয়ারীগুলি নিয়ে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হয়ে যান। তাঁদের ধারণা ছিল যে, তিনি আরো কিছু বলবেন। তিনি বললেন, এটা কোন দিন হবে তা তোমরা জান কি? এটা হবে ঐ দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে বলবেন, হে আদম! জাহান্নামের অংশ বের করে নাও। তিনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কতজনের মধ্য হতে কতজনকে বের করব? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামের জন্য এবং একজনকে জান্নাতের জন্য বের কর। এটা শুনা মাত্রই ছাহাবায়ে কেরামের অন্তর কেঁপে উঠে এবং তাঁরা নীরব হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ অবস্থা দেখে তাঁদেরকে বললেন, দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না, বরং আনন্দিত হও ও আমল করতে থাক। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের সাথে দু'টি মাখলুক রয়েছে, এ দু'টি মাখলুক যাদের সাথেই থাকে তাদের বৃদ্ধি করে দেয়। অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মা'জুয, আর আদম সন্তান ও ইবলীস সন্তানদের মধ্যে যারা ধ্বংস হয়ে গেছে। (জাহান্নামীদের মধ্যে এরাও রয়েছে)। একথা শুনে ছাহাবায়ে কেরামের ভীতি বিহবলতা কমে আসে। তখন

আবার তিনি বলেন, আমল করতে থাক এবং সুসংবাদ শুনো। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা তো অন্যান্য লোকদের তুলনায় তেমন, যেমন- উটের পার্শ্বদেশের বা জন্তুর হাতের (সামনের পায়ের দাগ)।[৭৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ فَيُقَالُ هَذَا أَبُوْكُمْ آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ فَيَقُوْلُ أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِيْ فِيْ الأُمَمِ كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الأَسْوَدِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে ডাকা হবে। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে দেখতে পাবেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, ইনি তোমাদের পিতা আদম (আঃ)। তখন তারা বলবে আমরা তোমার খিদমাতে হাযির! এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তোমার জাহান্নামী বংশধরকে বের কর। তখন আদম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কি পরিমাণ বের করব? আল্লাহ বলবেন, প্রতি একশ হতে নিরানব্বই জনকে বের কর। তখন ছাহাবায়ে কেরাম বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! প্রতি একশ থেকে যখন নিরানব্বই জনকে বের করা হবে তখন আর আমাদের কে বাকী থাকবে? তিনি (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই অন্যান্য সকল উম্মতের তুলনায় আমার উম্মত হল কাল ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা চুলের মত।[৭৬]

---

৭৫. তিরমিযী হা/৩১৬৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৩৫৪; আলবানী, সনদ ছহীহ।
৭৬. বুখারী হা/৬৫২৯, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশান্স) ৬/৫৪ পৃঃ।

জাহান্নামে প্রবেশের কারণ সমূহ

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার যাবতীয় বিধি-বিধান অহি মারফত জানিয়ে দিয়েছেন। আর তা বাস্তবায়নের জন্য যুগে যগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্র বিধানকে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ এমন কাউকে পাকড়াও করবেন না যাদের নিকট হক্ব পৌঁছেনি।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً

'আর রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি আযাবদাতা নই' *(সূরা ইসরা ১৭/১৫)*।

অতএব যারা আল্লাহ্র বিধানকে অমান্য করার মাধ্যমে তাঁর নাফরমানী করবে তারাই কেবল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। নিম্নে জাহান্নামে প্রবেশের কতিপয় কারণ আলোচনা করা হল।

(১) আল্লাহ্র সাথে কুফরী করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

'যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে' *(সূরা বাকারাহ ২/৩৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমল বরবাদ হয়ে যায়। আর তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে' *(সূরা বাকারাহ ২/২১৭)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

Contents

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

‘যারা কুফরী করে ত্বাগূত তাদের অভিভাবক, এরাই তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। আর তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে’ *(সূরা বাকারাহ ২/২৫৭)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

‘যারা কুফরী করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নিকট কখনো কোন কাজে আসবে না। আর তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে’ *(সূরা আলে-ইমরান ৩/১১৬)*।

(২) আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ-

‘নিশ্চয়ই যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই’ *(সূরা মায়েদাহ ৫/৭২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ-

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে’।[৭৭]

---

৭৭. বুখারী হা/১২৩৮; মুসলিম হা/৯২; মিশকাত হা/৩৮।

(৩) বিদ‘আত কর্মে লিপ্ত হওয়া : যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর প্রেরিত আল্লাহ তা‘আলার বিধানকে উপেক্ষা করে নিজেদের মস্তিস্ক প্রসূত কাজকে ভাল কাজের দোহায় দিয়ে ইবাদাত হিসাবে চালু করেছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِيْ النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي-

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের যা হয়েছিল আমার উম্মাতেরও ঠিক তাই হবে, যেভাবে এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার ঠিক সমান হয়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে এরূপ কেহ থেকে থাকে যে নিজ মায়ের সহিত প্রকাশ্যে কুকাজ করেছিল, তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও সে লোক হবে, যে এরূপ কাজ করবে। এছাড়া বনী ইসরাঈল (আক্বীদার দিক দিয়ে) বিভক্ত হয়েছিল ৭২ দলে, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এদের সকলেই জাহান্নামে যাবে একটি দল ব্যতীত। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (ছাঃ) সেটি কোন দল? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে দল আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপর আছি তার উপর থাকবে।[৭৮]

(৪) মুনাফিকী বা কপটতা : মুনাফিকী বা কপটতা অতি বড় পাপ। যার জন্য পরকালে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيْمٍ

---

৭৮. তিরমিযী হা/২৬৪১, মিশকাত হা/১৭১, ‘কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা’ অধ্যায়, , বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১২৬ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান, ছহীহুল জামে‘ হা/৫৩৪৩।

‘আর তোমাদের আশপাশের মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কিছু লোক অতিমাত্রায় মুনাফিকীতে লিপ্ত আছে। তুমি তাদেরকে জান না। আমি তাদেরকে জানি। অচিরেই আমি তাদেরকে দু’বার আযাব দেব এবং পরে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে মহা আযাবের দিকে’ *(সূরা তওবা ৯/১০১)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِيْ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ–

‘মুনাফিকগণ জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে’ *(সূরা নিসা ৪/১৪৫)*।

(৫) সম্পদ আত্মসাৎ করা :

সম্পদ আত্মসাৎ করা মহাপাপ। বিশেষ করে রাজস্ব সম্পদ চুরি করা আরো বড় পাপ। কুরআন ও হাদীছে তার কঠিন শাস্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। কারণ রাজস্ব চুরি করা কিংবা তাতে খিয়ানত করা সাধারণ চুরি ও খিয়ানতের চেয়েও জঘন্য পাপ। বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারের সম্পদের সাথে সমগ্র দেশের নাগরিকের অধিকার সংযুক্ত থাকে। সুতরাং এখান থেকে চুরি করা শত-সহস্র লোকের সম্পদ চুরির শামিল। আর এখান থেকে চুরির পর তা থেকে তওবা করার জন্য দেশের সকল নাগরিককে তাদের হক ফেরত দেয়া কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া আবশ্যক। অন্যথা তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। অথচ এ কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির ক্ষেত্রে সম্পদের মালিকের কাছ থেকে ক্ষমা নেয়া সহজ। তাই বায়তুল মালের কোন কিছু আত্মসাৎ করা হলে জাহান্নামে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ–

‘নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি খিয়ানত করবেন। আর যে লোক খিয়ানত করবে সে ক্বিয়ামতের দিন সেই খিয়ানত করা বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে।

অতঃপর প্রত্যেকেই পরিপূর্ণভাবে পাবে যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না' *(সূরা আলে-ইমরান ৩/১৬১)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর গনীমতের মালের দায়িত্বশীল ছিল, যাকে কারকারা বলা হত। সে মারা গেলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে জাহান্নামী। ছাহাবীগণ তার নিকট গিয়ে দেখলেন, সে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছিল।[৭৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا فُلَانٌ شَهِيْدٌ فُلَانٌ شَهِيْدٌ حَتَّى مَرُّوْا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوْا فُلَانٌ شَهِيْدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّيْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) আমাকে বললেন, 'খায়বারের যুদ্ধের দিন ছাহাবীগণের একটি দল বাড়ী ফিরে আসছিলেন। ঐ সময় ছাহাবীগণ বললেন, অমুক অমুক শহীদ, শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকে ছাহাবীগণ শহীদ বললেন, যার ব্যাপারে রাসূল বললেন, কখনো নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখছি, সে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছে'।[৮০]

অন্য হাদীছে এসেছে,

---

৭৯. বুখারী হা/৩০৭৪; মিশকাত হা/৩৯৯৮।
৮০. মুসলিম হা/১১৪; মিশকাত হা/৪০৩৪।

Contents

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَصَابَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِيْ أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মিদ‘আম নামে একটি গোলাম রাসূল (ছাঃ)-কে হাদিয়া দিয়েছিল। মিদ‘আম এক সময় রাসূল (ছাঃ)-এর উটের পিঠের হাওদা নামাচ্ছিল এমতাবস্থায় একটি অতর্কিত তীর এসে তার গায়ে লাগে এবং সে মারা যায়। ছাহাবীগণ বলেন, তার জন্য জান্নাত। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কখনই নয়। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই ঐ চাদরটি যেটি সে খায়বারের গনীমত বণ্টন করার পূর্বে আত্মসাৎ করেছিল, সে চাদরটি জাহান্নামের আগুন তার উপর উত্তেজিত করছে। এ কথা শুনে একজন লোক একটি জুতার ফিতা বা দু’টি জুতার ফিতা রাসূলের নিকট নিয়ে আসল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, একটি বা দু’টি জুতার ফিতা আত্মসাৎ করলেও জাহান্নামে যাবে’।[৮১]

(৬-৯) মিথ্যা বলা বা মিথ্যাচার করা, কুরআন তেলাওয়াত ত্যাগ করা, ব্যভিচার করা ও সূদ খাওয়া :

মিথাচার, কুরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগ, যেনা-ব্যভিচার করা ও সুদ খাওয়া অতি বড় গুনাহ। যা থেকে পার্থিব জীবনে তওবা না করলে পরকালে শাস্তি পেতে হবে। হাদীছে এসেছে,

সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল তিনি ফজরের ছালাত শেষে প্রায়ই আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী

৮১. বুখারী হা/৬২১৩, আবু দাউদ হা/২৭১৩; নাসাঈ হা/৩৮৪৩; মিশকাত হা/৩৯৯৭

বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর (ব্যাখ্যা) বর্ণনা করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাত্রে) কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাত্রে দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (সম্ভবত শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরেছিল) পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সম্মুখের দিকে চললাম। অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে) তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়, তখনই সে লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায়। সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে পাথর দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম। অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন প্রজ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠছিল, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসছিল এবং উক্ত গর্ত হতে বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হচ্ছিল, তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছিল। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সুতরাং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের (নদীর) নিকট এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা থেকে বের হওয়ার

উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখ লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা, লোকটি যখনই বাইরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? সঙ্গীদ্বয় বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। এ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যা সে প্রজ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করালো এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হতে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে উঠালো এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যা প্রথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। তাতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাতে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলুন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ (আমরা তা জানাবো)। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চিরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটানো হত। এমনকি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে চূর্ণ করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কুরআন হতে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হল যেনাকারী (নারী-পুরুষ)। আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হল সুদখোর। আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন ইবরাহীম (আঃ)। আর তাঁর চতুষ্পার্শ্বে শিশুরা হল মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হল জাহান্নামের দারোগা মালেক। আর প্রথম যে

ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা (জান্নাতের মধ্যে) সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। আর যে ঘর পরে দেখেছেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম জিব্রাঈল এবং এই হলেন মীকাঈল। এবার আপনি মাথা উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তরবিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন, সেটা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন।[৮২]

(১০) মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও নিজে তা না করা :

যারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজেরা সে অনুযায়ী আমল করে না তাদেরকেও কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ قَالُوْا خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘মিরাজের রাত্রে আমি এক দল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তাঁরা (ফেরেশতাগণ) বললেন, এরা দুনিয়ার বক্তারা, যারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিত কিন্তু নিজেরা তা ভুলে থাকত। তারা কিতাব (কুরআন) তেলাওয়াত করত কিন্তু অনুধাবন করত না’।[৮৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

---

৮২. বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১।
৮৩. আহমাদ হা/১২২৩২; মিশকাত হা/৪৮০১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯১।

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ، كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَتْ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ، وَيَقْرَءُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَلاَ يَعْمَلُوْنَ-

'মিরাজের রাত্রে আমি একদল লোকের নিকটে আসলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। যখনই কাটা হচ্ছিল, তা পুনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের বক্তারা, তারা যা বলত, তা করতো না। তারা আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) পাঠ করতো এবং আমল করতো না'।[৮৪]

(১১) ইচ্ছাকৃত ছালাত ত্যাগ করা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ-

বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হল, ছালাত। সুতরাং যে ছালাত ত্যাগ করল সে কাফির হয়ে গেল।[৮৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ-

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, বান্দার ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হল ছালাত ত্যাগ করা।[৮৬]

---

৮৪. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/১৬৩৭; ছহীহুল জামে' হা/১২৭, সনদ হাসান।

৮৫. তিরমিযী হা/২৬২১; নাসাঈ হা/৪৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৫৭৪, 'ছালাতের ফযীলত ও মাহাত্ম্য' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৬২ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/৫৬৪।

৮৬. মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৫৬৯, 'ছালাতের ফযীলত ও মাহাত্ম্য' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৬০ পৃঃ।

অতএব ইচ্চাকৃত ছালাত পরিত্যাগ করলে অবশ্যই তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে।

(১২) সম্পদের যাকাত আদায় না করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ-

'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্বে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তেলাওয়াত করেন,

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-

'আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করেছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করেছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে' *(আলে-ইমরান ৩/১৮০)*।[৮৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে উহার হক (যাকাত) আদায় করে না, 'নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সে সমুদয়কে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাকে গরম করা হবে (তার সাথে এরূপ করা হবে) সে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হ'ল হে রাসূল (ছাঃ)! উট সম্পর্কে কি হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে উটের মালিক তার হক আদায় করবে না আর তার হকসমূহের মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করা (এবং অন্যদের দান করাও) এক হক। 'ক্বিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাকে এক ধুধু ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল উট যার একটি বাচ্চাও সে সেই দিন হারাবে না; বরং সকলকে পূর্ণভাবে পাবে, তাকে তার ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে। এরূপ করা হবে সেই দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহ্র রাসূল! গরু ছাগল সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক গরু ও ছাগলের মালিক যে তার হক আদায় করবে না,

---

৮৭. বুখারী হা/১৪০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/৭৯; মিশকাত হা/১৭৭৪।

'ক্বিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাকে এক ধুধু মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল গরু-ছাগল তাকে শিং মারতে থাকবে এবং ক্ষুরের দ্বারা মাড়াতে থাকবে, অথচ সে দিন তার কোন একটি গরু ছাগলই শিং বাঁকা, শিং হীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং একটি মাত্র গরু-ছাগলকেও সে হারাবে না। যখনই তার প্রথম দল অতিক্রম কারবে, তখনই শেষ দল উপস্থিত হবে। এরূপ করা হবে সেই দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঘোড়া সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার। ঘোড়া কারো জন্য পাপের কারণ, কারো জন্য আবরণ স্বরূপ, আবার কারো জন্য ছওয়াবের বিষয়। (ক) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের কারণ, তা হ'ল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে লোক দেখানো, গর্ব এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে। এ ঘোড়া হ'ল তার পাপের কারণ। (খ) যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য আবরণস্বরূপ, তা হ'ল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে আল্লাহ্‌র রাস্তায়, অতঃপর ভুলে যায়নি তার সম্পর্কে ও তার পিঠ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র হক। এই ঘোড়া তার ইয্যত-সম্মানের জন্য আবরণস্বরূপ। (গ) আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য ছওয়াবের কারণ, তা হ'ল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে কোন চারণভূমিতে বা ঘাসের বাগানে শুধু আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসলমানদের (দেশ রক্ষার) জন্য। তখন তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানের যা কিছু খাবে, তার পরিমাণ তার জন্য নেকী লিখা হবে এবং লিখা হবে গোবর ও পেশাব পরিমাণ নেকী। আর যদি তা আপন রশি ছিড়ে একটি বা দু'টি মাঠও বিচরণ করে, তাহ'লে নিশ্চয়ই উহার পদচিহ্ন ও গোবরসমূহ পরিমাণ নেকী লিখা হবে। এছাড়া মালিক যদি উক্ত ঘোড়াকে কোন নদীর কিনারে নিয়ে যায়, আর তা নদী হ'তে পানি পান করে, অথচ মালিকের ইচ্ছা ছিল না পানি পান করাতে, তথাপি তার পানি পান পরিমাণ নেকী তার জন্য লিখা হবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গাধা সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, গাধার বিষয়ে আমার প্রতি কিছু নাযিল হয়নি। এই স্বতন্ত্র ও

ব্যাপকার্থক আয়াতটি ব্যতীত, 'যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে তার নেক ফল পাবে, আর যে এক অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তার মন্দ ফল ভোগ করবে (অর্থাৎ গাধার যাকাত দিলে তারও ছওয়াব পাওয়া যাবে)' *(যিলযাল ৭-৮)।*[৮৮]

(১৩) রামাযানে বিনা কারণে ছিয়াম ভঙ্গ করা :

মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর উপরে রামাযানের ছিয়াম পালন করা ফরয করেছেন। কিন্তু অনেকে ছিয়াম পালন করে না। বিনা কারণে ছিয়াম পরিত্যাগ করে। এদের জন্য জাহান্নামে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِى رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِىْ جَبَلاً فَقَالاَ لِىَ : اصْعَدْ فَقُلْتُ : إِنِّى لاَ أُطِيقُهُ فَقَالاَ : إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِىْ سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ، قَالُوْا : هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِىْ فَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ قُلْتُ : مَنْ هَؤُلاَءِ قَالَ : هُمُ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ-

'একদা আমি ঘুমন্ত ছিলাম। ইতিমধ্যে দু'ব্যক্তি আমার নিকটে আসল। তারা আমার দু'বাহু ধরে একটি পাহাড়ের নিকটে নিয়ে এসে বলল, পাহাড়ে আরোহন কর। তখন আমি বললাম, আমি উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা তোমাকে সহযোগিতা করছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আমি আরোহন করলাম। এমনকি আমি প্রায় পাহাড়ের সমতল স্থানে পৌঁছে গেলাম। পথিমধ্যে আমি একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম, এটা কিসের শব্দ? তারা বলল, এটা জাহান্নামবাসীদের আর্তনাদ। অতঃপর আমাকে সামনে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে হাঁটুর সাথে ঝুলন্ত, চোয়াল বিদীর্ণ করা কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদের চোয়াল থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?

---

৮৮. মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৪/১২৩ পৃঃ।

তারা বলল, এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা ছিয়াম থেকে হালাল হওয়ার পূর্বে তথা ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বে ইফতার করত'।[৮৯] অর্থাৎ যারা ছিয়াম পালন করত না।

(১৪) টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা :

পুরুষ মানুষ স্বীয় পরিধেয় পোশাক পায়ের টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরলে তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِيْ النَّارِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, সে জাহান্নামী।[৯০]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ–

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'একদা এক লোক অহংকারবশত লুঙ্গি ঝুলিয়ে চলছিল। ইত্যবসরে তাকে ধসিয়ে দেয়া হল। সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে'।[৯১]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

---

৮৯. ইবনু হিব্বান হা/৭৪৯১, হাকেম হা/১৫৬৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৯৫১।
৯০. বুখারী হা/৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৪।
৯১. বুখারী হা/৫৩৪৩; মুসলিম হা/৩৮৯৪; নাসাঈ হা/৫২৩১।

আব্দুল্লাহ ইনবু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত (টাখনুর নিচে) কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টি দিবেন না।[৯২]

(১৫) প্রাণীদের বন্দী রেখে কষ্ট দেওয়া ও তাদের প্রতি ইহসান না করা :

কোন প্রাণীকে বন্দী রেখে কষ্ট দেওয়া এবং তাদের প্রতি দয়া না করার কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، قَالَ فَقَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِيْهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِيْهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হয়। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, অবশেষে বিড়ালটি খুধায় মারা যায়। এ কারণে মহিলাটি জাহান্নামে প্রবেশ করল। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ভালো জানেন, বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান কারতে দিয়েছিলে এবং না তুমি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলে, তাহলে সে যমিনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।[৯৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيْهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِيْ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ-

‘আমার সম্মুখে জাহান্নাম পেশ করা হয়েছিল। সেখানে বনী ইসরাঈলের এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাদ্য দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকামাকড় খেতে পারে’।[৯৪]

---

৯২. বুখারী হা/৩৬৬৫; মুসলিম হা/২০৮৫; মিশকাত হা/৪৩১২, ‘পোষাক’ অধ্যায়।
৯৩. বুখারী হা/২৩৬৫; মুসলিম হা/২২৪২; মিশকাত হা/১৯০৩।
৯৪. মুসলিম হা/৯০৪; মিশকাত হা/৫৩৪১।

(১৬) ঋণ করে পরিশোধ না করা :

ঋণ করার পর তা পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করলে এবং তার উত্তরাধিকারীরাও তা পরিশোধ না করলে শাস্তি পেতে হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ قَالَ مَاتَ أَخِيْ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِيْنَارٍ وَتَرَكَ وَلَداً صِغَاراً فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوْسٌ بِدَيْنِهِ فَاذْهَبْ فَاقْضِ عَنْهُ، قَالَ فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ امْرَأَةٌ تَدَّعِى دِيْنَارَيْنِ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ-

সা'দ ইবনুল আত্বওয়াল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ভাই তিনশত দীনার রেখে মারা গেল। সে একটি ছোট ছেলে রেখে গেল। আমি তাদের জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, তোমার ভাই তার ঋণের কারণে বন্দী আছে। সুতরাং যাও তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে এস। বর্ণনাকারী বলেন, আমি গিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করে ফিরে আসলাম। অতঃপর এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করেছি। একজন মহিলা ব্যতীত (কোন দাবীদার) বাকী নেই। সে দুই দীনার দাবী করছে, কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে তা দিয়ে দাও। কেননা সে সত্যবাদী'।[৯৫]

উপরে বর্ণিত পাপকর্ম ও অপরাধের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে এবং কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই এসব কর্মকাণ্ড থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

---

৯৫. আহমাদ হা/১৬৭৭৬; ইবনু মাজাহ; ছহীহুল জামে' হা/১৫৫০, সনদ ছহীহ।

জাহান্নামীদের অধিকাংশই নারী

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, মানব জাতীর আধিকাংশই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর জাহান্নামীদের অধিকাংশই হবে নারী। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَأُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا بِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল।...লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা হতে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন, আমিতো জান্নাত দেখছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। অতঃপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কি কারণে? তিনি বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচারণ কর, অতঃপর সে যদি

তোমার হতে সামান্য ত্রুটি পায়, তাহলে বলে ফেলে, তোমার কাছ থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।[৯৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّيْ أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا-

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের ছালাত আদায়ের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা ছাদক্বাহ করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক, আর স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন, আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ঘাটতি কোথায়, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন হাঁ। তখন তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ঘাটতি। আর হায়েয অবস্থায় তারা কি ছালাত ও ছিয়াম

৯৬. বুখারী হা/১০৫২, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশান্স) ১/৪৯১ পৃঃ; মুসলিম, হা/৯০৭; মিশকাত হা/১৪৮২।

হতে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ঘাটতি।[৯৭]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِى الْجَنَّةِ النِّسَاءُ–

ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যায় কম হবে মহিলাগণ।[৯৮]

অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা কম বলে জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা বেশী বুঝিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকেই জাহান্নামের শাস্তি হতে হেফাযত করুন। আমীন!

জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা

মানব জাতির মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে বড় শিরকে লিপ্ত হয় এবং কুফরী করে তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। কখনই তারা জাহান্নামের শাস্তি হতে সামান্যতম অবকাশ পাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ–

'যারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী' *(আ'রাফ ৭/৩৬)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيْهَا خَالِدُوْنَ–

---

৯৭. বুখারী হা/৩০৪, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশান্স) ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম হা/৭৯; মিশকাত হা/১৮।

৯৮. মুসলিম হা/২৭৩৬।

‘যদি তারা ইলাহ হত তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না। আর তারা সবাই তাতে স্থায়ী বসবাস করবে’ *(সূরা আম্বিয়া ২১/৯৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ-

‘নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে স্থায়ী হবে; *(সূরা যুখরুফ ৪৩/৭৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا-

‘যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের প্রতি এমন কোন ফায়ছালা দেওয়া হবে না যে, তারা মারা যাবে, এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা হবে না’ *(সূরা ফাতির ৩৫/৩৬)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ- خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ-

‘নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের লা’নত। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না’ *(সূরা বাকারাহ ২/১৬১-১৬২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ-

‘তারা কি জানে না? যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তবে তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম, তাতে সে চিরকাল থাকবে। এটা মহা লাঞ্ছনা’ *(সূরা তাওবা ৯/৬৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِيْ النَّارِ هُمْ خَالِدُوْنَ-

‘মুশরিকদের অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহ্র মসজিদ সমূহ আবাদ করবে, নিজেদের উপর কুফরীর সাক্ষ্য দেওয়া অবস্থায়। এদেরই আমল সমূহ বরবাদ হয়েছে এবং আগুনেই তারা স্থায়ী হবে’ *(সূরা তাওবা ৯/১৭)*।

অতএব কাফির-মুশরিকগণ জাহান্নামের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং জাহান্নামের আযাব তাদের উপর স্থায়ী হবে যা কখনও অবকাশ দিবে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمٌ-

‘তারা চাইবে আগুন থেকে বের হতে, কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হবার নয় এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব’ *(সূরা মায়েদাহ ৫/৩৭)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ-

‘এরপর যারা যুলম করেছে তাদের বলা হবে, স্থায়ী আযাব আস্বাদন কর। তোমরা যা অর্জন করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিদান দেওয়া হচ্ছে’ *(সূরা ইউনুস ১০/৫২)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْمُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ خُلُوْدٌ-

ইবনু ওমর (রাঃ) সূত্রে নবী (ছাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেবে যে, হে জাহান্নামীরা! এখানে মৃত্যু নেই। আর হে জান্নাতবাসীরা! এখানে মৃত্যু নেই। এ জীবন চিরন্তন।[৯৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ وَلأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতীদেরকে বলা হবে, এ জীবন চিরন্তন, মৃত্যু নেই। আর জাহান্নামীদেরকে বলা হবে, হে জাহান্নামীরা! এ জীবন চিরন্তন মৃত্যু নেই।[১০০]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيْءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِيْ مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ يَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ-

---

৯৯. বুখারী হা/৬৫৪৪, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৬১ পৃঃ।
১০০. বুখারী হা/৬৫৪৫, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৬২ পৃঃ।

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে, এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্য স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যবেহ্ করে দেওয়া হবে, অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে যে, হে জান্নাতীরা! আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীরা! আর মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীদের বাড়বে আনন্দের উপর আনন্দ। আর জাহান্নামীদের বাড়বে দুঃখের উপর দুঃখ।[১০১]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثُمَّ يُنَادِى يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ، فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ-

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকারে আনা হবে। তখন একজন সম্বোধনকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন তাঁরা ঘাড় মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। সম্বোধনকারী বলবে, তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ হল মৃত্যু। কেননা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর সম্বোধনকারী আবার ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসী! তখন জাহান্নামীরা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। তখন সম্বোধনকারী বলবে, তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা তারা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর (মৃত্যুকে) যবেহ করা হবে। আর ঘোষণাকারী বলবেন, হে

---

১০১. বুখারী হা/৬৫৪৮, 'জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৬৩ পৃঃ; মুসলিম হা/২৮৫০; মিশকাত হা/৫৫৯১।

জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে এখানে থাক। তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন এখানে থাক। তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই।[১০২]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, মৃত্যুকে যবেহ করার পর যখন চিরস্থায়ী বসবাসের ঘোষণা দেওয়া হবে তখন জান্নাতীরা এতো বেশী খুশী হবে যে, আল্লাহ না বাঁচালে খুশীর আধিক্য হেতু তারা মরেই যেত। আর জাহান্নামবাসীরা ভীষণ দুঃখিত হবে।

কাফির জিনরাও জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা

মানব জাতির মধ্যে যারা কুফরী করে তারা যেমন- জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে, জিন জাতির মধ্যে যারা কুফরী করে তারাও তেমনি জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে। কারণ জিন জাতিও মানব জাতির ন্যায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ-

'আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার 'ইবাদত করবে' *(সূরা যারিয়াত ৪৫/৫৬)*।

ক্বিয়ামতের দিন মানুষ এবং জিন জাতির হাশর হবে এক সঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ-

'যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে সমবেত করবেন। সেদিন বলবেন, 'হে জ্বিনের দল, মানুষের অনেককে তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে' *(সূরা আন'আম ৬/১২৮)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

---

১০২. বুখারী হা/৪৭৩০; মুসলিম হা/২৮৪৯।

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا- ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا- ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا-

'অতএব তোমার রবের শপথ! আমি অবশ্যই তাদেরকে ও শয়তানদেরকে সমবেত করব, অতঃপর জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায় তাদেরকে উপস্থিত করব। তারপর প্রত্যেক দল থেকে পরম করুণাময়ের বিরুদ্ধে সর্বাধিক অবাধ্যকে আমি টেনে বের করবই। উপরন্তু আমি সর্বাধিক ভাল জানি তাদের সম্পর্কে, যারা জাহান্নামে দগ্ধীভূত হওয়ার অধিকতর যোগ্য' *(সূরা মারিয়াম ১৯/৬৮-৭০)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِيْ النَّارِ-

'তিনি বলবেন, আগুনে প্রবেশ কর জিন ও মানুষের দলগুলোর সাথে, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে' *(সূরা আ'রাফ ৭/৩৮)*।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ-

'এবং তোমার রবের কথা চূড়ান্ত হয়েছে যে, 'নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম ভরে দেব জিন ও মানুষ দ্বারা একত্রে' *(সূরা হূদ ১১/১১৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ-

'তাদের উপরে আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হল, তাদের পূর্বে গত হওয়া জিন ও মানুষের বিভিন্ন জাতির ন্যায়' *(সূরা ফুছছিলাত ৪১/২৫)*।

জাহান্নামের অস্থায়ী বাসিন্দা

জাহান্নামবাসিদের একটি অংশ তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তারা হলেন, তাওহীদপন্থীগণ যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করে না। কিন্তু তাদের নেকীর চেয়ে পাপের পরিমাণ বেশী হওয়ার কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আতের মাধ্যমে ও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করে জান্নাতলাভ করবেন। কিন্তু তাদেরকে জাহান্নামী নামকরণ করে এই নামেই ডাকা হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِيْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ يُسَمَّوْنَ جَهَنَّمِيُّوْنَ-

ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার উম্মতের একটি সম্প্রদায় আমার শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নাম হতে বের হবে। তাদেরকে জাহান্নামী নামে নামকরণ করা হবে।[১০৩] অর্থাৎ, তাদেরকে জাহান্নামী বলে ডাকা হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকেই জান্নাতলাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

যাদের সুপারিশে জাহান্নামীরা মুক্তিলাভ করবে

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বন্দাদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন তখন মানুষ দু'টি দলে বিভক্ত হবে। একদল হবে জান্নাতী এবং অপর দল হবে জাহান্নামী। জাহান্নামীদের মধ্যে আবার দু'টি দল হবে। একদল হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী; যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্কে অবিশ্বাসী কাফের ছিল। অপর দল হবে অস্থায়ী জাহান্নামী; যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনায়ন করেছিল, কিন্তু তারা বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগের জন্য আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর এ সকল

---

১০৩. তিরমিযী হা/২৬০০; মিশকাত হা/৫৫৮৫; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৫৩৬২।

জাহান্নামের অস্থায়ী বাসিন্দারাই সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্যলাভ করবে। আর ক্বিয়ামতের দিন যারা সুপারিশ করতে পারবে তারা হলেন, (১) নবী-রাসূলগণ (২) ফেরেশতাগণ (৩) মুমিনগণ। হাদীছে এসেছে,

...شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوْا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِيْ نَهْرٍ فِيْ أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ...-

(...যখন ফেরেশতামণ্ডলী, নবী-রাসূলগণ এবং মুমিনগণ সুপারিশ করে মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে আনবে) তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ফেরেশতাগণ, নবীগণ এবং মুমিনগণ সকলেই শাফা'আত করেছে, এখন আমি পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউ অবষ্টি নেই। এই বলে তিনি মুষ্টিবদ্ধ এমন এক দল লোককে জাহান্নাম হতে বের করবেন, যারা কখনো কোন নেক আমল করেনি। যারা জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখভাগের একটি নদিতে নিক্ষেপ করা হবে। যার নাম হল 'নাহরু হায়াত'...।[১০৪]

(৪) ছিয়াম (৫) কুরআন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ছিয়াম ও কুরআন আল্লাহ্র নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে প্রতিপালক! আমি দিনের বেলায় তাকে তার খানা ও প্রবৃত্তি হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি রাত্রে

---

১০৪. মুসলিম হা/১৮৩; মিশকাত হা/৫৫৭৯।

তার নিদ্রা হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।[১০৫]

(৬) শহীদগণ : হাদীছে এসেছে,

عَنْ نِمْرَانِ بْنِ عُتْبَةَ الذِّمَارِىُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ فَقَالَتْ أَبْشِرُوْا فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُشَفَّعُ الشَّهِيْدُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ-

নিমরান ইবনু উতবাহ আয-যিমারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা উম্মে দারদা (রাঃ)-এর বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। এমতাবস্থায় আমরা এতীম ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই আমি আবু দারদা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, একজন শহীদ তাঁর নিজ পরিবারের ৭০ জনের জন্য শাফা'আত করবেন।[১০৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ-

মিক্বদাম ইবনে মা'দীকারিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট শহীদের জন্য ৬টি মর্যাদা রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম ফোটা ঝরতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং (মৃত্যুর সাথে সাথেই) জান্নাতের মধ্যে তার অবস্থান স্থল দেখানো হবে (২) কবরের আযাব হতে তাকে

---

১০৫. মুসনাদে আহমাদ হা/৬৬২৬; মিশকাত হা/১৯৬৩, 'ছিয়াম' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৪/২১৬ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/১৪২৯।

১০৬. আবুদাউদ হা/২৫২২; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৮০৯৩।

নিরাপদে রাখা হবে (৩) ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদে রাখা হবে (৪) পৃথিবী ও তন্মধ্যের বস্তু হ'তে মূল্যবান ইয়াকূত পাথর দ্বারা নির্মিত মর্যাদার মুকুট তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হবে (৫) তাকে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট ৭২ জন হূরের সাথে বিবাহ দেওয়া হবে এবং (৬) নিকটতম ৭০ জন লোকের সুপারিশ কবূল করা হবে'।[১০৭]

উল্লেখ্য যে, একজন হাফেয ১০ জনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[১০৮] এছাড়া একজন হাজী ৪০০ জনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে মর্মে সমাজে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন।

যাদের জন্য সুপারিশ করা হবে

উপরোল্লিখিত আলোচনায় স্পষ্ট হল যে, জাহান্নামীরা শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। তবে সকল জাহান্নামীই শাফা'আতলাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে না। বরং তারাই কেবল শাফা'আতলাভ করবে, যারা বিভিন্ন পাপ কর্মে লিপ্ত হলেও আল্লাহ্‌র সাথে শিরকে লিপ্ত হবে না। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِيْ آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّيْ فَخَيَّرَنِيْ بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِيْ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا–

আওফ ইবনু মালেক আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার নিকটে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন ফেরেশ্‌তা আসলেন এবং তিনি আমাকে দু'টি বিষয়ের যেকোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার প্রদান করলেন, (ক) আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যক মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করুক অথবা (খ) আমি আমার উম্মতের জন্য শাফা'আতের সুযোগ গ্রহণ করি। অতঃপর আমি শাফা'আতের সুযোগ গ্রহণ করলাম। আর

---

১০৭. তিরমিযী হা/১৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৯; মিশকাত হা/৩৮৩৪ 'জিহাদ' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৭/২১৩ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/১৩৭৫।

১০৮. তিরমিযী হা/২৯০৫; ইবনু মাজাহ হা/২১৬; মিশকাত হা/২১৪১; আলবানী, সনদ নিতান্তই যঈফ, যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৩৮; যঈফ তারগীব হা/৮৬৮।

উহা ঐ সকল লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্র সাথে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করেছে।[১০৯]

ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সুপারিশকারী ব্যক্তি

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ও করবেন তার মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই তাঁর উম্মতের জন্য সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হওয়ার মর্যাদা লাভ করবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমিই ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সরদার হব'। আমিই প্রথম ব্যক্তি, যাকে প্রথমে কবর থেকে উঠানো হবে এবং আমিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করব এবং প্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে'।[১১০]

রাসূল (ছাঃ)-এর সুপারিশ লাভের সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি

ক্বিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুপারিশ লাভের সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِيْ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ-

১০৯. তিরমিযী হা/২৪৪১; মিশকাত হা/৫৬০০, 'হাউযে কাওছার ও শাফা'আতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১০/১৩০ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/৩৬৩৭।
১১০. মুসলিম হা/২২৭৮; মিশকাত হা/৫৭৪১।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশের অধিক ভাগ্যবান কে? তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রাহ! আমি ধারণা করেছিলাম যে, তোমার পূর্বে এ হাদীছ সম্পর্কে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কারণ, জানার আগ্রহ তোমার মধ্যে আমি অধিক প্রত্যক্ষ করে থাকি। ক্বিয়ামতের দিন আমার সুপারিশের অধিক ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি অন্তরের অন্তরস্থল থেকে বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'লা-ইলাহা ইল্লাললাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই।[১১১]

অত্র হাদীছে বর্ণিত অন্তরের অন্তরস্থল থেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার অর্থই হল, সে যেমন আল্লাহ তা'আলাকে একক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করবে, তেমনি আল্লাহ্র যাবতীয় বিধানকে যথাযথভাবে মেনে চলবে।

জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে পরিত্রাণের উপায়

উপরের আলোচনা হতে বুঝা গেল, জাহান্নামে প্রবেশের মূল কারণ হল, আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরী করা। অতএব, জাহান্নাম হতে মুক্তিলাভের প্রধান উপায় হল, ঈমানের ছয়টি আরকানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সৎকর্ম করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

'যারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনলাম। অতএব আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন' *(সূরা আলে-ইমরান ৩/১৬)*।

---

১১১. *বুখারী হা/৯৯, ৬৫৭০, 'হাদীছের প্রতি লালসা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৬১ পৃঃ।*

তিনি অন্যত্র বলেন,

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ- رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ- رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ-

‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমান করবে। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা শুনেছিলাম একজন আহ্বানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে। হে আমাদের রব! আর আপনি আমাদেরকে তা প্রদান করুন যার ওয়াদা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে। আর ক্বিয়ামতের দিনে আপনি আমাদেরকে অপমান করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না’ *(সূরা আলে-ইমরান ৩/১৯১-১৯৪)*।

অত্র আয়াত সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান আনায়ন করাই জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের প্রধান মাধ্যম যা ব্যতীত কোন নেক আমল আল্লাহ তা‘আলার নিকট গ্রহণ হবে না। অতএব প্রথমেই আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান আনতে হবে তারপর একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতে ইবাদত করতে হবে। তাহলেই কেবল আল্লাহ তা‘আলার নিকট ইবাদত কবুল হবে এবং তা জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করে জান্নাত লাভের অসীলা হবে।

এছাড়াও যে সব আমলের মাধ্যমে মানুষ জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তিলাভ করবে তার মধ্যে যেমন-

১- আল্লাহ্‌র প্রকৃত প্রেমিক : যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি আদেশ যথাযথ ভাবে পালন করেন এবং প্রতিটি নিষেধ নিঃশর্তে বর্জন করেন এবং তাঁর সাথে শিরক করেন না। তারাই আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত প্রেমিক, যাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তিদান করবেন।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُلْقِي اللهُ حَبِيْبَهُ فِيْ النَّارِ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেমিককে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন না।[১১২]

২- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রকৃত প্রেমিক : যারা দুনিয়ার সব কিছু হতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বেশী ভালবাসেন। সার্বিক জীবন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে পরিচালিত করেন। প্রতিটি ইবাদাত তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী পালন করেন। ভাল কাজের দোহায় দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে উপেক্ষা করেন না এবং তার উপর মিথ্যারোপ করেন না। তারাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রকৃত প্রেমিক, যারা জাহান্নামের আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكْذِبُوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّار-

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে যাবে।[১১৩]

---

১১২. *ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৭০৯৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪০৭।*
১১৩. *বুখারী হা/১০৬, 'নাবী (ছা:)-এর উপর মিথ্যারোপ করার পাপ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৬৯ পৃঃ।*

Contents

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِيْ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ কথাটি তোমাদের নিকট বহু হাদীছ বর্ণনা করতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।[১১৪]

৩- আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াবার ভয় করে, তার জন্য থাকবে দু'টি জান্নাত' *(সূরা রহমান ৫৫/৪৬)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِيْ الضَّرْعِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারীর জাহান্নামে প্রবেশ করা তেমনি অসম্ভব, যেমন- দুধ ওলানে প্রবেশ করা অসম্ভব।[১১৫]

৪- ইসলামের আরকান সমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন :

(ক) ছালাত আদায় করা। হাদীছে এসেছে,

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ–

---

১১৪. বুখারী হা/১০৮, 'নাবী (ছা:)-এর উপর মিথ্যারোপ করার পাপ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৬৯ পৃঃ; মুসলিম হা/২।

১১৫. তিরমিযী হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৭৭৭৮।

Contents

বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হল, ছালাত। সুতরাং যে ছালাত ত্যাগ করল সে কাফির হয়ে গেল।[১১৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ-

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, বান্দার ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হল ছালাত ত্যাগ করা।[১১৭]

তবে এই কাফিরগণ কালেমায়ে শাহাদাত'কে অস্বীকারকারী কাফিরগণের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বরং কালেমার বরকতে ও নবী (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যায়ে তারা এক সময় জান্নাতে ফিরে আসবে। অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُوْلُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ হতে পরবর্তী জুম'আ এবং এক রামাযান হতে পরবর্তী রামাযনের মধ্যকার যাবতীয় (ছাগীরা) গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, যদি সে কাবীরা গোনাহসমূহ হতে বিরত থাকে (যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না)'।[১১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

---

১১৬. তিরমিযী হা/২৬২১; নাসাঈ হা/৪৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৫৭৪, 'ছালাতের ফযীলত ও মাহাত্ম্য' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৬২ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/৫৬৪।

১১৭. মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৫৬৯, 'ছালাতের ফযীলত ও মাহাত্ম্য' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৬০ পৃঃ।

১১৮. মুসলিম হা/৬৩৪; মিশকাত হা/৬২৪, 'ছালাতের ফযীলত ও মাহাত্ম্য' অধ্যায়।

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِيْ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ-

'যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে ছালাত আদায় করবে অর্থাৎ ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না'।[১১৯]

অতএব জাহান্নামের শাস্তি হতে পরিত্রাণের অন্যতম মাধ্যম হল নিয়োমিত ছালাত আদায় করা।

(খ) যাকাত আদায় করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ لَغُرْفَةً، قَدْ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلاَنَ الْكَلاَمَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

'জান্নাতের মধ্যে এমন সব (মসৃণ) ঘর রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হ'তে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হ'তে দেখা যায়। সে সকল ঘরসমূহ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি (মানুষের সাথে) নম্রতার সাথে কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে (যাকাত আদায় করে), পর পর ছিয়াম পালন করে এবং রাতে ছালাত আদায় করে অথচ মানুষ তখন ঘুমিয়ে থাকে'।[১২০]

(গ) রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ-

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ছিয়াম ঢাল স্বরূপ।[১২১] অর্থাৎ ছিয়াম জাহান্নামের আগুন প্রতিহত করার ঢাল।

১১৯. মুসলিম হা/২৩৩; মিশকাত হা/৫৬৪, 'ছালাতের ফযীলত ও মাহাত্ম' অধ্যায়।
১২০. মুসনাদে আহমাদ হা/১৩৫১; মিশকাত হা/১২৩২; আলবানী, সনদ ছহীহ।
১২১. বুখারী হা/১৮৯৪, 'ছওমের ফযীলত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/২৯৪ পৃঃ; মুসলিম হা/১১৫১।

Contents

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ-

উছমান ইবনু আবিল আছ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ছওম আল্লাহ্র আযাব হতে পরিত্রাণের ঢাল, তোমাদের মধ্যে কারো যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়।[১২২]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا-

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় এক দিন ছিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।[১২৩] অতএব ছিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায়।

৫- আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِيْ النَّارِ أَبَدًا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কাফির এবং তাদেরকে হত্যাকারী (মুসলিম) কখনই এক সঙ্গে জাহান্নামে অবস্থান করবে না।[১২৪]

---

১২২. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৯৩৯; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৩৮৬৬।

১২৩. বুখারী হা/২৮৪০, 'আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় ছিয়াম পালনের ফযীলত' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/১৫০ পৃঃ; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩।

১২৪. মুসলিম হা/১৮৯১; মিশকাত হা/৩৭৯৫।

Contents

হাদীছে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ–

আব্দুর রহমান ইবনু জাব্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে যে বান্দার দু'পা ধূলায় মলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে এমন হয় না।[১২৫]

৬- বেশী বেশী দান-ছাদাক্বাহ করা : অধিক পরিমাণে দান-ছাদাকা করা আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিলের অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ–

'তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট। আর যদি গোপনে দান কর এবং দরিদ্রদেরকে প্রদান কর তবে তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর। আর এর দ্বারা তিনি তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করে দেন। বস্তুতঃ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ যথাযথভাবে খবর রাখেন' *(সূরা বাকারাহ ২/২৭১)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا–

'তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকে না। তবে যে ব্যক্তি ছাদাকা করে, সৎকর্ম করে, মানুষের মাঝে পরস্পরে সত্য মীমাংসা করে এবং যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে এরূপ করে সে ব্যতীত। আমি তাকে এর জন্য মহা পুরস্কারে ভূষিত করব' *(সূরা নিসা ৪/১১৪)*।

হাদীছে এসেছে,

---

১২৫. বুখারী হা/২৮১১, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/১৩৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৭৯৪।

Contents

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যেদিন আল্লাহ্‌র ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে নিজ ছায়া তলে আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়-নিষ্ঠাবান নেতা (২) আল্লাহ্‌র ইবাদতে গড়ে উঠা যুবক (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সব সময় মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে (তার মন সর্বদা মসজিদে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে) (৪) এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিচিত্তে একে অপরকে ভালবাসে, তার উপরেই একত্রিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হয় (৫) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী, মর্যাদাবতী সম্ভ্রান্তা নারী (ব্যভিচার) এর জন্য আহবান করলে সে বলে, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি (৬) যে ব্যক্তি এমনভাবে গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা দান করে তার বাম হাত তা জানতে পারে না (গোপনে দান করে) এবং (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হয়।[১২৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ كُلُّ امْرِئٍ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ-

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, (ক্বিয়ামতের দিন) মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ ছাদাক্বা (দানের) ছায়াতলে অবস্থান করবে।[১২৭]

১২৬. *বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।*
১২৭. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৩৭১; সিলসিলা ছহীহা হা/৩৪৮৪।*

৭- আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বদা জাহান্নামের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা : আল্লাহ্‌র নিকট সর্বদা জাহান্নামের কঠিন আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য নিম্নে বর্ণিত দো‘আ সমূহ পাঠ করতে হবে।

١– رَبَّنَا آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِيْ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

উচ্চারণ: *রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা ‘আযা-বান্না-র।*

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর’ *(বাক্বারাহ ২০১)*।

٢– رَبَّنَا إِنَّنَآ آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

উচ্চারণ: *রাব্বানা ইন্নানা আ-মান্না ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়া ক্বিনা ‘আযা-বান্না-র।*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর’ *(আলে ইমরান ১৬)*।

٣– رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً، سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ– رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ– رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ–

উচ্চারণ: *রাব্বানা মা খালাক্বতা হা-যা বা-ত্বিলান, সুবহা-নাকা ফাক্বিনা ‘আযা-বান্না-র। রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন্না-রা ফাক্বাদ্ আখঝাইতাহূ, ওয়া মা- লিয্‌যা-লিমীনা মিন্ আনছা-র। রাব্বানা ইন্নানা সামি‘না মুনা-দিআই ইউনা-দী লিল ঈমা-নি আন আ-মিনূ বিরাব্বিকুম ফা আ-মান্না, রাব্বানা ফাগ্‌ফিরলানা যুনূবানা ওয়া কাফ্‌ফির ‘আন্না-সাইয়েআ-তিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মা‘আল আবরা-র।*

Contents

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। পবিত্রতা তোমারই জন্য। আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। হে প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর তাকে অপমানিত কর। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনার জন্য একজন আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনে ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের সকল গোনাহ মাফ করে দাও। আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও। আর নেক লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও' *(আলে ইমরান ১৯১-৯৩)*।

٤- اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাবরি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জা-লি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়া ফিতনাতিল মামা-তি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়া মাগরাম।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! গোনাহ ও ঋণগ্রস্ততা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই'।[১২৮]

٥- اَللَّهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আরযালিল 'উমুরি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্দুনইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবর।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কাপুরুষতা হ'তে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কৃপণতা হ'তে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের শাস্তি হ'তে'।[১২৯]

---

১২৮. বুখারী হা/৮৩২; মুসলিম হা/৫৮৯; মিশকাত হা/৯৩৯।
১২৯. বুখারী হা/৬৩৭৪; মিশকাত হা/৯৬৪।

٦- اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ-

উচ্চারণ : *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'ঊযু বিকা মিনান্না-র'।*

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি।[১৩০]

٧- رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ-

উচ্চারণ : *'রব্বি ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আছু ইবা-দাকা'।*

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তোমার আযাব হতে আমাকে বাঁচাও! যেদিন তোমার বান্দাদের তুমি পুনরুত্থান ঘটাবে।[১৩১]

٨- اللَّهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ-

উচ্চারণ : *'আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান্না-র'।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে পানাহ দান কর'।[১৩২]

---

১৩০. *আবুদাউদ হা/৭৯২, ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৮৬৮।*
১৩১. *মুসলিম হা/৭০৯; মিশকাত হা/৯৪৭।*
১৩২. *আবুদাউদ হা/৫০৭৯; মিশকাত হা/২৩৯৬; সিলসিলা ছহীহা হা/২৫০৬।*

উপসংহার

আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে একটি নির্দিষ্ট হায়াত দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আর এই নির্দিষ্ট হায়াতের মধ্যে বিভিন্নভাবে মানুষকে পরীক্ষা করে তাঁর আনুগত্যশীল ও নাফরমান বান্দার মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বান্দাকে পুরস্কৃত করার জন্য জান্নাত এবং পরাজিত বান্দাকে লাঞ্ছিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন জাহান্নাম। অতএব মানুষকে একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করতেই হবে এবং তার কৃতকর্মের প্রতিদান ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ–

‘প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই ক্বিয়ামতের দিন তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে–ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোকার সামগ্রী’ *(সূরা আলে-ইমরান ১৮৫)*।

অতএব দুনিয়া একটি ক্ষণস্থায়ী জায়গা যার মূল্য আল্লাহ্র নিকট কিছুই নেই। হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِيْ الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِيْ الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ–

মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র সপথ! পরকালের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল, তোমাদের মধ্যে কেউ তার শাহাদাত আঙ্গুলী বিশাল সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিল, অতঃপর তা উঠিয়ে দেখল তার আঙ্গুলে কতটুকু পানি লেগে আছে।[১৩৩]

১৩৩. *মুসলিম হা/২৮৫৮; মিশকাত হা/৫১৫৬।*

অর্থাৎ বিশাল সমুদ্রের পানির তুলনায় যেমন- আঙ্গুলে লেগে থাকা পানির কোনই মুল্য নাই, তেমনি পরকালিন জীবনের তুলনায় দুনিয়াবী জীবনের কোনই মূল্য নাই।

অতএব স্মরণ রাখতে হবে যে, সকলকেই একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং পরকালে তার কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সেখানে মানুষ চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে কখনই মৃত্যুবরণ করবে না। সুতরাং পরকালীন জীবনই স্থায়ী জীবন, সেই জীবনে সুখ লাভের জন্য মৃত্যুর পূর্বেই সংশোধন হতে হবে। যাবতীয় পাপ কাজ ছেড়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে। আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি হতে মুক্তি দিন। আমীন!

--oo--

Contents

লেখকের বইসমূহ

(১) কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব।

(২) কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তাক্বলীদ।

(৩) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম- পবিত্রতা অধ্যায়।

(৪) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম- যাকাত অধ্যায়।